মোহিনী বিদ্যা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দশ আনা

পঞ্চম সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে কতিপয় ছাত্রের অনুরোধে হিপ্নটিজম্ সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তাহারা আমার বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদিগের উৎসাহে সেই সংগ্রহপুস্তক, মোহিনীবিদ্যা নামে এক্ষণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আমি নানাপ্রকার বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, পুস্তকের সম্পাদনকার্য্য অপর ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। যোগ্য সম্পাদকের অভাবে বর্ত্তমান সংস্করণে যথেষ্ট ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইতেছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে অশুদ্ধিসমূহ সংশোধিত হইবে। ভ্রমপ্রমাদের জন্য দায়ী না হইলেও পুস্তক-লিখিত মতামতের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী রহিলাম। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্তের অর্থে এই পুস্তক মুদ্রিত হওয়ায়, কাপিরাইট্ তাঁহারই থাকিল, ইহাতে আমার নামপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন স্বত্ব রহিল না। ইতি—

তারিখ ৭ই জানুয়ারী,
১৯০৭ সাল, কলিকাতা

নিবেদক
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তক অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

১০ই জ্যৈষ্ঠ
১৩২৫ সাল

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত, এই পুস্তকের কাপিরাইট স্বত্ব আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন; সুতরাং এই সংস্করণ হইতে তাঁহার কোন স্বত্ব থাকিল না, সমুদয় স্বত্বই আমার থাকিল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



বালকের মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া তোমার সংকল্পগুলি প্রকাশ করিবে।—৫৬ পৃষ্ঠা

মোহিনী বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইয়ুরোপ এবং আমেরিকায় হিপ্নটিজম বিষয়ক বিদ্যার এক প্রকার হুজুগ উঠিয়াছে। ইয়ুরোপের শত সহস্র অপরাধের একমাত্র কারণ হিপ্নটিজম শক্তি স্থির করিয়া, হিপ্নটিজমকে এক সময়ে ভীষণ বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছিল। সহসা হিপ্নটিজমের এক অভূতপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক অর্থ আবিষ্কৃত হইয়া, সেই হিপ্নটিজমের ভীষণতা নষ্ট করিতে পারিয়াছে। পূর্ব্বে বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী কোন ব্যক্তিই হিপ্নটিজম-বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করিতেন না। সুতরাং অপর যে সকল ব্যক্তি এই শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদিগের কুসংস্কার সমূহ তাঁহাদিগের প্রকাশিত পুস্তকে এবং বক্তৃতায় সম্যক্ বিকাশ পাইতে দেখা যাইত। যদি কোন এক ব্যক্তি যিনি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি হিপ্নটিজম সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন, সেই মত সহজেই সাধারণের মনে স্থান পাইয়া থাকে। সেই জন্য সেই সমস্ত অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মত পাইয়া, সাধারণ লোক হিপ্নটি-

জমকে একটা অমানুষিকী শক্তির ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পুস্তক-পাঠে পাঠকগণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, হিপ্নটিজমে সাধারণতঃ কোন প্রকার অমানুষিকী শক্তির প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে বৈজ্ঞানিক-শক্তির প্রভাবে হিপ্নটিজমের যথার্থ তথ্য নির্ণীত হইয়াছে। ইহা একটী প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিষয় বলিয়া জনসাধারণের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতেছে এবং পূর্ব্বকালের ভ্রমাত্মক অন্ধ বিশ্বাসসমূহ লোপ পাইতেছে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার হুজুগ, ইংরাজী-বিদ্যার প্রভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া তরঙ্গায়িত হইয়াছে। আমাদিগের পিতৃ-পিতামহ আর্য্য-ঋষিগণ এই বিদ্যার যে কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা লেখনীতে বা বক্তৃতায় প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয়, তাহা শতাংশের একাংশও ইয়ুরোপ আজ অনুশীলন করিতে পারেন নাই। আমরা দুর্ভাগ্য ভারতসন্তান, আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অনুশীলন না করিয়া, ইয়ুরোপ হইতে প্রকাশিত আমাদিগের নিজস্ব হিপ্নটিজম বা সম্মোহন-বিদ্যার অংশ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকি। হিপ্নটিজম অথবা সম্মোহন-বিদ্যা আমাদিগের দেশে প্রাচীনকালে সবিশেষ প্রচলিত ছিল। চৌরগণ যে এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে। সাধারণ ফুঁ দেওয়া, ঝাড়ান প্রভৃতি ইংরাজি ব্লোইং এবং পাস্ প্রভৃতির নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। জলে ও তৈলে মনুষ্যের চুম্বকশক্তি

সঞ্চালন করা, জলপড়া তেলপড়া প্রভৃতির নামান্তর ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ইয়ুরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ব্যাপারের মূলে একই বিষয়, কেবল মাত্র দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নামান্তর এবং প্রক্রিয়ার পার্থক্য হইয়াছে। এই সমস্ত ইয়ুরোপীয় ব্যাপারের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রতীচ্যদেশ প্রাচ্যদেশের নিকট হইতে এই সমস্ত গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজি অনেক গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে, প্রতীচ্যদেশ সমূহ এই সমস্ত বিষয়ে প্রাচ্যদেশের নিকট ঋণী বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য ভূতে বিশ্বাস, ভূতপ্রেতসম্বন্ধে অমানুষোচিত ভয়, ভূতাবেশ ত্যাগ করান প্রভৃতি ব্যাপার বহু প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্য-হৃদয়ে অঙ্কুরিত আছে। কিন্তু একটী শাস্ত্র স্বরূপে এই সমস্ত ব্যাপারের অধ্যাপনা করা ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট প্রভৃতি প্রাচ্যদেশসমূহে বহু প্রাচীন কালাবধি যে আরব্ধ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সর্ব্বপ্রথমে হিপ্নটিজম অথবা সম্মোহন, শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় কর্ত্তব্য। নিদ্রা অর্থে ব্যবহৃত একটী গ্রীক শব্দ ("হিপ্নস্") হইতে ইংরাজি শব্দ হিপ্নটিজমের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য কয়েকটী বঙ্গবাসী মহোদয়, হিপ্নটিজমকে "নিদ্রাকর্ষণ" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হিপ্নটিজম ব্যাপারের একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হইলেও, ইহার কার্য্য কেবল মাত্র নিদ্রাকর্ষণেই পর্য্যবসিত হয় না। একটী ব্যক্তিকে হস্তসঞ্চালন (Pass) বা অপর কোন প্রক্রিয়া দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ করাইয়া, সম্মোহন করাই

ইহার মূল উদ্দেশ্য; সুতরাং এই ব্যাপারকে সম্মোহন আখ্যা দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নিম্নে বর্ণিত পৌরাণিক ঘটনাটী হিপ্নটিজমকে সম্মোহন আখ্যা দিবার আর একটী প্রধান কারণ।

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে গোগৃহ লইয়া কৌরব এবং বিরাট-রাজ্যের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অর্জ্জুনরূপী বৃহন্নলা, সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন; এই অস্ত্র প্রয়োগের ফলে সমস্ত কৌরব-সৈন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার একটী রঙ্গমঞ্চপূর্ণ লোকসমূহকে অথবা একটী সভাস্থিত সমস্ত সভ্যগণকে যে সম্মোহন করার ব্যাপার শুনা যায়, ইহা সেই ব্যাপার হইতে ভিন্ন নহে। সম্মোহনাস্ত্রাহত হইয়া কৌরব সৈন্য ক্ষণেকের নিমিত্ত কৃত্রিমনিদ্রাভিভূত (Artificial Sleep) হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং ইংরাজিভাষায় তাঁহারা যে Hypnotized হইয়াছিলেন, একথা নিঃসংশয়িতচিত্তে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক হিপ্নটি-জমের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সম্মোহন না হইলেও ইহা দ্বারা হিপ্নটিজম যে কি ব্যাপার তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব।

সম্মোহন ব্যাপার যে কি, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে, মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সম্মোহন সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বিশ্লেষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সম্মোহন-ক্রিয়া একটী সম্পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র। এই ব্যাপারটী বুঝিতে হইলে, একটী মনুষ্য-জীবনের সাধারণ ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক সময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে অথচ বোধ হইতেছে

যেন কথা কহিতে পারা যাইতেছে না। উঠিতে অত্যন্ত ইচ্ছা অথচ উঠিবার ক্ষমতা নাই। এই ব্যাপারটুকু পাঠকবর্গ অনেকেই অবশ্য অনুভব করিয়াছেন। সম্মোহিত ব্যক্তির অনুভূতি এবং এই প্রকার অনুভূতি একই প্রকার। সম্মোহিত ব্যক্তির কথা কহিবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। মুদ্রিত চক্ষু উন্মীলিত করিবার প্রবল বাসনা, কিন্তু উন্মীলন করিবার শক্তি নাই। সম্মোহনকারী চিনিকে লবণ বলিয়া সম্মোহিতের বদনে প্রদান করিতেছেন; সম্মোহিত, চিনি জানিয়াও চিনির মিষ্টতা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। প্রাণে হাস্য করিবার তরঙ্গ বহিতেছে, কিন্তু সম্মোহনকারীর আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি নাই; সম্মোহিত, হাস্যের ভাব দমন করিয়া সম্মোহনকারীর ইচ্ছানুযায়ী ক্রন্দন করিতে বাধ্য হইতেছেন। বাজিকর, সম্মোহিতের দেহের কোন বিশেষাংশ অসাড় করতঃ তাহাতে তীক্ষ্ণ সূচি বেধ করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে তাহার কোন প্রকার যাতনার লক্ষণ প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। সুগন্ধি দ্রব্য সম্মোহিতের নাসিকার নিকট স্থাপন করিয়া, ইহা দুর্গন্ধ বলিয়া সম্মোহনকারী প্রকাশ করিলেই সম্মোহিত সেই অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিবেন। আবার অ্যামোনিয়ার ন্যায় তীব্র গন্ধ, যাহা নাসিকার নিকট আনিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, তাহা বাজিকরের ইচ্ছানুযায়ী চামেলী বেলী বা অপর কোন উচ্চ দরের আতর বলিয়া সম্মোহিতকে আনন্দ দান করিতে পারিবে। সম্মোহিতকে চেয়ারে উপবিষ্ট করাইয়া, বাজিকর হস্ত-

সঞ্চালনপূর্ব্বক তাহাকে চেয়ার-সংলগ্ন করিয়া দিলে তাহার চেয়ার হইতে উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া যাইবে। বাজিকর সম্মোহিতকে যে দিকে যাইতে বলিবেন, যে কাজ করিতে বলিবেন, সেই কাজ করা, সেই দিকে যাওয়া ব্যতীত সম্মোহিতের অন্য কিছুই করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। জগতে মানুষের কত প্রকারে যে এই সম্মোহনের ভাব আসিয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা অতীব সুকঠিন। কত ব্যক্তি প্রণয়িনীর মোহে এইরূপ সম্মোহিত যে, জগতের যে কোন কাজই হউক না কেন তাহা তাঁহার প্রণয়িনীর প্রেমের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ করেন। একজন পারসীক কবি লিখিয়াছেন যে, প্রিয়তমার চূর্ণকুন্তল এবং একখণ্ড রুটি পাইলেই তিনি পার্থিব অন্য কোন দ্রব্যের প্রত্যাশী নহেন। বিল্বমঙ্গলেও প্রেম-সম্মোহনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রেমের ন্যায় জগতের সমস্ত বিষয়ে সম্মোহন আসিতে পারে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষের এইরূপ বশীভূত যে, তিনি অন্যায় কার্য্য করিতে অনুমতি করিলেও তাহা না পালন করিয়া তাঁহার থাকিবার উপায় নাই। প্রণয়িনী প্রণয়ীকে ঘৃণা করিতেছেন, তথাপি প্রণয়ীকে সেই প্রণয়িনীর জন্য প্রাণপাত করিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ সম্মোহের ভাব কোন্ মোহিনীমন্ত্রবলে উত্থিত হয়, তাহা বিশ্লেষণ করা বিশেষ দুষ্কর। সম্মোহ মনুষ্য-হৃদয়ে গ্রথিত; তবে কোন্ ভাবে কাহার হৃদয়ে বিকাশ হয়, তাহা স্থির করা কঠিন। কিন্তু বাজিকরের ইচ্ছানুসারে কোন একটি বিশেষ ভাব সংস্থাপন

করা সম্মোহনের প্রধান উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ, বিশেষ কোন ভাবের অধীন ; তাহাকে অন্য একটী ভাবাধীন করিতে হইলে সম্মোহন-বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মানুষের বাহ্য ক্রিয়াসমূহ তাহার মানসিক ভাবসমূহের বিকশিত অবস্থা মাত্র। কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক চিন্তা মনের মধ্যে বিকশিত হইয়া থাকে। সেই চিন্তাশক্তি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। চিন্তাশক্তির দ্বারা জগতের যাবতীয় মহান্ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। এই কারণেই বাক্যশক্তিকে মহাশক্তি বলা হয়। চিন্তাশক্তি কার্য্যশক্তির পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। আবার চিন্তাশক্তি মানসিকবৃত্তিরাজি পরিচালিত ; সুতরাং কোন্ কোন্ বিশেষ মনোবৃত্তি কিরূপে পরিচালিত হয়, তাহা সম্যক্ অনুচিন্তনীয়। মনোবৃত্তিসমূহ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত (১ম) স্বাধীন বিচার-শক্তিবান্ কার্য্যকরী বৃত্তি (Objective faculties); (২য়) বিচারশক্তিহীন আজ্ঞা-পালনকারী বৃত্তি) (Subjective faculties)। এই দুই প্রকার বৃত্তিই মনুষ্য-হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কখন কার্য্যকরীবৃত্তি কখন বা আজ্ঞাপালনকারী বৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে। জাগ্রদাবস্থায় সাধারণতঃ কার্য্যকরী বৃত্তিসমূহ প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় উহার কোন ক্রিয়া থাকে না। নিদ্রিতাবস্থায় সাধারণতঃ আজ্ঞাপালনকারী বৃত্তিসমূহই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রতাবস্থায়ও কোন কোন ব্যক্তির কার্য্যকরীবৃত্তিসমূহ আজ্ঞাপালনকারী বৃত্তির ন্যায় প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না।

এবং ব্যক্তি-বিশেষের নিকট তাহার আজ্ঞাপালনকারী বৃত্তিসমূহ জাগ্রদাবস্থায়ও প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সম্মোহিতাবস্থাকে একপ্রকার নিদ্রিতাবস্থা বলা যাইতে পারে; সুতরাং সম্মোহিতাবস্থায় আজ্ঞাপালনকারী বৃত্তিসমূহ সাধারণতঃ বিকশিত হয়। মনে করুন 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক ব্যক্তিকে ভয় এবং সম্মান করিয়া থাকেন; সুতরাং এই স্থলে 'ক' স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য 'খ'র অনুমতি ব্যতীত করিতে অসমর্থ; এই জন্য 'খ' 'ক'র নিকট অনেক স্থলে সম্মোহিতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। কেননা, 'ক'র আজ্ঞাপালনকারী বৃত্তি 'খ'র সম্মুখে প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে এবং তখন তাহার কার্য্যকরী বৃত্তিসমূহের প্রায় কোন ক্রিয়া থাকে না। নিদ্রিতাবস্থায় দেখা যায় যে, মনুষ্যের কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না, কেবল মাত্র চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে। স্বপ্নাবস্থায় চিন্তাতেই সমস্ত ক্রিয়া পর্য্যবসিত হইয়া থাকে এবং ক্রিয়া করিবার যতটুকু সংকল্প (Suggestion) থাকে নিদ্রিতাবস্থায় সেই পরিমাণ শারীরিক ক্রিয়ার বিকাশ হয়। নিদ্রিতাবস্থায় কখন অস্ফুটস্বরে চীৎকার, কখন বা হস্তপদের সঞ্চালন, কখন বা হাস্য, কখন বা ক্রন্দন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ক্রিয়ার পশ্চাতে যে একটী বিশেষ সংকল্প আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বপ্ন-সঞ্চরণ এই প্রকার সংকল্পের বিকাশ মাত্র। সম্মোহিতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, কথা কহিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু কথা কহিবার ক্ষমতা নাই

—হাস্য করিবার ইচ্ছা, কিন্তু হাস্য করিবার ক্ষমতা নাই। অনেকেই জানেন যে, স্বপ্নাবস্থায় যদি ব্যাঘ্র সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দারুণ ইচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাঘ্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করা বা চীৎকার করিয়া সাহায্য গ্রহণ করা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে; সুতরাং স্বপ্নাবস্থায়ও দেখা যাইতেছে, সম্মোহিতাবস্থার ন্যায় আজ্ঞাপালন-কারী বৃত্তি সম্যক্‌রূপে জাগরিত থাকে। মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ত্রিবিধ অবস্থা: জাগ্রদাবস্থায় কার্য্যকরী বৃত্তিসমূহ জাগরিত স্বপ্নাবস্থায় আজ্ঞাপালনকারী বৃত্তিসমূহ জাগরিত, এই দুই ভাবের অতীত অবস্থাকে সুষুপ্তির অবস্থা কহে। সম্মোহিতকে বহুক্ষণ স্বপ্নাবস্থায় অবস্থিতি করাইয়া সুষুপ্তির অবস্থায় লওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় সম্মোহিত, সমস্ত সংকল্পের অতীত হয়। এই অবস্থাকে ইংরাজিতে কেহ কেহ মেস্‌মেরিক অবস্থা বলেন। সুষুপ্তির বিষয় আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।—একদিন সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তিকে আমি সম্মোহিত করিয়াছিলাম। প্রথমে সম্মোহিত ব্যক্তি কোনপ্রকার সম্মোহনের ভাব প্রকাশ করেন নাই বরং উপহাসের ভাব দেখাইতেছিলেন। তথাপি আমি আমার একটি ছাত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া, কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। প্রাথমিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিবার পর, তাহার শয়নের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইল। শয়ন করিবার পর কয়েক বার হস্ত সঞ্চালন (Pass) করিবামাত্র সে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি স্থির হইতে আদেশ করিলাম, কিন্তু সে আমার আদেশ পালন করিল না,

তাহার হৃদয়ে যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই সেই ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া সেই রূপ কার্য্য করিতে লাগিল। সমাগত দর্শক-মণ্ডলী যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সম্মোহিত, হৃদয়ে একটী প্রেতাত্মার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার পর, সম্মোহিত এমন একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিলেন, যাহাতে বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। কোন এক ব্যক্তি সম্মোহিতের জন্মিবার পূর্ব্বে (সেই ব্যক্তিকে সম্মোহিতের জানিবার যে উপায় ছিল না পরে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল) সেই বাটীতে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর আকস্মিক কারণ এবং অন্যান্য বহুপ্রকারের সত্য ঘটনাসমূহ সম্মোহিত প্রকাশ করিল। এই সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে, সম্মোহিতের অবস্থা ক্রমে ভয়ানক হইতে লাগিল। সে অত্যন্ত আন্তরিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে লাগিল। সে যন্ত্রণার গুরুত্ব লিখিয়া প্রকাশ করা আমার ন্যায় লেখকের কর্ম্ম নহে। যদি কেহ সম্মুখে কোন প্রিয়তম ব্যক্তির অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে অনুমান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী সকলেই আমার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, কেহ ডাক্তার আনিবার পরামর্শ দিলেন। আমি ধীর ভাবে সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম যে, আপনারা অস্থির হইবেন না, অস্থির হইলে সম্মোহিতের অমঙ্গল হইতে পারে। আমার এতটুকু বিশ্বাস ছিল যে, আমি সহজেই তাহাকে জাগ্রদাবস্থায়

আনয়ন করিতে পারিব। কুটিলমতি দর্শকগণের কটুকাটব্য হৃদয়ে স্থান না দিয়া, নির্ভীকচিত্তে সম্মোহিতকে জাগ্রত করিবার জন্য হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলাম। পনর মিনিট অতীত হইল। তাহার পর সহসা একবার সম্মোহিত শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল এবং আমার বামস্কন্ধে তাহার নখের দ্বারা আঘাত করিল। এই অবসরে আমি পুনরায় তাহাকে শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করিতে অনুমতি করিলাম। সে কিয়ৎক্ষণের জন্য নিস্পন্দ অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিল। এই অবস্থাকে আমার স্বপ্নাবস্থার অতীত অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। তাহার পর সম্মোহিত স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে কয়েকটী আদেশ করিলাম এবং সম্মোহিত জাগ্রত হইল। সকলে আমাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার সেই স্কন্ধের ক্ষত সহজে নিরাময় হইল না। প্রায় তিনমাস কাল অর্দ্ধশুষ্ক অবস্থায় ছিল; পরে একজন দৈবচিকিৎসকের মন্ত্রপূত তৈল লেপন করিয়া রোগমুক্ত হইলাম। এই ব্যাপারটি অবশ্য সম্যক্ উপলব্ধি করা সহজ নহে। কিন্তু পাঠকগণ! স্বপ্নাবস্থার অতীত যে একটী অবস্থা আছে, নিশ্চয়ই উক্ত ঘটনা হইতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সেই স্বপ্নাতীত অবস্থায় সম্মোহিত সম্মোহনকারীর আদেশ পালনে তৎপর নহেন। তাহার ক্রিয়া কোন্ দিকে প্রবাহিত হইবে, তাহা অচিন্তনীয়। শান্তিপূর্ণ দৃশ্যের কল্পনায় অশান্তির স্রোত বহিতে দেখা গিয়াছে ও অশান্তির মধ্যে শান্তির রেখা বিকশিত হইয়াছে।

আরও দেখা যায়, প্রশ্নোত্তরের জন্য বহুব্যক্তি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছেন অথচ সম্মোহিতের কোনপ্রকার উত্তর নাই—নীরব, নিস্পন্দ এবং নিশ্চল। এইটী যথার্থ সুষুপ্তির অবস্থা বলা যাইতে পারে। জাগরণের পর স্বপ্ন, স্বপ্নের পর সুষুপ্তি ; সুষুপ্তির পর স্বপ্ন, স্বপ্নের পর জাগরণ। সুষুপ্তির পরে এবং পূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থা। যোগ-শাস্ত্রীয় ধ্যানধারণা সমাধির ব্যাপার যাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা উক্ত ব্যাপারের সদৃশ ব্যাপার জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। ধারণার অতীত অবস্থাব নাম সমাধি, আর স্বপ্নের অতীত অবস্থার নাম সুষুপ্তি। ধ্যানের পর ধারণা, আর জাগ্রতের পর স্বপ্ন। কোন্ উপায়বলে মনুষ্যগণকে জাগ্রতাবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় লওয়া যাইতে পারে, তাহাই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বক্তব্য। অনেক ব্যক্তি সম্মোহন সম্বন্ধীয় কোন প্রকার আলোচনা অথবা প্রক্রিয়া প্রদর্শন না করিয়াই, ইহা যে একপ্রকার অসম্ভব ক্রিয়া, তাহা ধারণা করিয়া লয়েন। বাজিকরের বাজি ব্যতীত যে ইহাতে যথার্থ কিছু দেখিবার ও শিক্ষা করিবার আছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই পুস্তক প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া বিষয়গুলি বিশেষরূপে পরীক্ষার পর যেন মতামত স্থির করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্মোহন সম্বন্ধে আমার কোন প্রকার বিশ্বাস ছিল না। সম্মোহনের বিষয় উত্থাপিত হইলে, ইহা একটি বাজিকরের জুয়াচুরি বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম। একদিবস আমার একটী বন্ধুকে একজন সম্মোহনকারীর নিকট সম্মোহিত হইতে দেখিলাম। উক্ত স্থানে কোন প্রকার প্রবঞ্চনার কারণ না থাকায় আমার বিশেষ চিন্তা উপস্থিত হইল। স্বাধীন-চিন্তা-বিশিষ্ট একটী মনুস্য অপর একটী মনুষ্যের ক্রীতদাস অথবা তদপেক্ষা অধমের ন্যায় কি প্রকারে ব্যবহার করিতে পারে, ইহাই আমার চিন্তার এক মাত্র বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক দিন চিন্তার পর সম্মোহনসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক পাঠ করিলাম। পুস্তকপাঠে বিশেষ কোন উপকার হইল না। পুস্তকলিখিত ব্যাপারসমূহ পরীক্ষা করিতে করিতে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে লাগিল। তাহার পর প্রতিদিন এই শাস্ত্রের উপর আস্থা বর্দ্ধিত হইয়া এখন ইহার বিষয় ধ্রুব সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিতে হইলে প্রথমে পাত্র নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, পরে সেই পাত্রটীকে লইয়া কয়েকটি পরীক্ষা করিতে হয়।

পাত্র-নির্ব্বাচন—

এই বিদ্যা-শিক্ষার সর্ব্বপ্রথমে সম্মোহিত হইতে পারে, এইরূপ কয়েকটী লোকের বিশেষ প্রয়োজন। অনেকের ধারণা যে, রুগ্ন, দুর্ব্বল, চিন্তা করিবার ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ বালকগণ, সহজে সম্মোহিত হইতে পারে। কিন্তু বহু পরীক্ষা দ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, সবল সুস্থকায় চিন্তাশক্তিমান্ ব্যক্তিরাই, বিশেষতঃ যুবকগণ সহজে সম্মোহিত হইয়া থাকেন; সুতরাং এইরূপ বিবরণের কয়েকটী যুবক সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগের সম্মোহিত হইবার জন্য কোন প্রকার ইচ্ছা আছে কি না জানিয়া লওয়া উচিত। ইচ্ছা না থাকিলে সম্মোহিত করা অত্যন্ত কঠিন; সুতরাং উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে আবার ইচ্ছানুসারে পুনর্নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। এই সমস্ত নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণকে নির্জ্জনে একত্রীভূত করিয়া, সম্মোহনের ব্যাপারটি ভাল করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলে, সম্মোহনসম্বন্ধে তাহাদিগের আর কোন প্রকার আশঙ্কা থাকিবে না।

(১ম) সম্মোহিত হইলে মনুষ্য অজ্ঞান বা মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। ইহা একটী মনোবিজ্ঞানের (Psychological) পরীক্ষা মাত্র। ইহা হইতে শারীরিক ক্ষতি হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই।

(২য়) বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্মোহিত করিয়া ক্রীড়ণকের ন্যায় যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার কোন প্রকার উদ্দেশ্য নাই। তাহার

কতকগুলি অর্দ্ধ-বিকশিত অথবা অবিকশিত সদ্‌বৃত্তিরাজির ক্রিয়ানুশীলন করা সম্মোহনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রকার সম্মোহিত হইলে কেহ দুর্ব্বল-চেতা বলিয়া প্রমাণিত হয় না ; বরং তাহার মানসিক শক্তির সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, দুর্ব্বলচেতা মনুষ্যগণকে সম্মোহিত একপ্রকার করা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(৩য়) সম্মোহিত হইলে, সম্মোহিতের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা। যদ্যপি তাহার কোনপ্রকার মদ্য, ধূম-পান প্রভৃতি অসৎ-সঙ্গ-পরিচায়ক দোষ থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত দোষ সম্মোহনকারী অনুমতি করিয়া সহজেই নষ্ট করিয়া দিতে পারেন। সম্মোহনক্রিয়াবলে বহুব্যক্তির এইরূপ যে কত শত রোগ নিরাময় হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমেরিকায় আধ্যাত্মিক-চিকিৎসার হাঁসপাতাল পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে সম্মোহিত ব্যক্তিবর্গকে আশ্বস্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষা-গুলি করিবে।

প্রথম পরীক্ষা—

সমাগত সম্মোহিত ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করিয়া, কয়েকখানি চেয়ারে উপবেশন করাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে এবং বলিতে থাকিবে, দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিগণ যে সম্মোহিত হইতে পারে না, তাহা আমি এখনই বুঝাইয়া দিতেছি। আচ্ছা, তোমরা সকলে স্ব স্ব মাংসপেশী

সমূহের অবসাদ আনয়ন করিবার চেষ্টা কর। অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, এই প্রকার অবসাদ আনয়নের ফল কি? ফল যথেষ্ট আছে। যদি অত্যন্ত পরিশ্রমের পর শ্রান্তি দূর প্রয়োজন হয়, ক্ষণকালের জন্য একখানি আরামচৌকিতে উপবেশন করিয়া এই প্রকার অবসাদের ভাব আনাইও. দেখিবে, যে, তুমি দশ মিনিট সময়ের মধ্যে যে প্রকার শান্তি পাইবে, তাহা বোধ হয় অপর কোন ব্যক্তি একঘণ্টা কালের মধ্যে পাইবেন কি না সন্দেহ। অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, যখন চিকিৎসক তাহার কণ্ঠনলির পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জিহ্বা নিম্নে লুক্কায়িত করিবার ক্ষমতা নাই, এইজন্য চিকিৎসক হয় ত কোন যন্ত্রবিশেষের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন। এই ব্যাপারটী হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, উক্ত ব্যক্তির জিহ্বার অবসাদের ভাব আনয়ন করিবার শক্তি নাই; অথচ এই অবসাদের ভাব আনয়ন করিতে সকলেই সহজে শিক্ষা করিতে পারেন। অনেক ব্যক্তি চেষ্টা না করিয়াও উক্ত ভাব আনয়ন করিতে পারেন। চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বদা মাংসপেশীসমূহ কুঞ্চিত করিয়া রাখিলে, তাহাদিগের ক্ষয় হইয়া থাকে। অত্যন্ত সরল দেহ হইলেও সকল সময় মাংসপেশীর উপর টান পড়িলে, তাহার ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী এবং এই কারণে দেখা গিয়াছে যে, মাংসপেশীর অবসাদ আনয়ন করিয়া শারীরিক পরিশ্রমজনিত অনেক ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। গুরুতর পরিশ্রম করিলে জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি বহুপ্রকারের ব্যাধির উৎপত্তি হইতে

পারে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এখন এই প্রকারের ভাব তোমরা (উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলী) আনয়ন করিতে পারিয়াছ কি না তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন। সকলেই তোমাদিগের বাম হস্ত দক্ষিণহস্তের অনামিকা অঙ্গুলির উপর ধারণ কর। অবশ্য বামহস্তের সমস্ত ভার অনামিকার উপর পড়া চাই। বারংবার এই কথাটী তাহাদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবে। তাহার পর প্রশ্ন করিবে যে, তোমরা সমস্ত বামহস্তের ভার দক্ষিণহস্তের অনামিকার উপর রাখিতে পারিয়াছ কিনা? যখন তাহারা রাখিতে পারিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিবে, তখন বলিবে যে, আমি এক, তুই, তিন বলিবামাত্র, বাম হস্তের নিম্নস্থিত অনামিকা অঙ্গুলিটি সরাইয়া লইও। যদ্যপি তাহাদিগের বামহস্তের অবসাদের ভাব আসিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অঙ্গুলি সরাইয়া লইবামাত্র হাতখানা পড়িয়া যাইবে। অবশ্য চারি পাঁচ জনের মধ্যে অন্ততঃ একজনের এইপ্রকার সম্পূর্ণ ভাব প্রথমেই উপস্থিত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। যখন দেখিবে কেহই অবসাদের ভাব আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন একখানি পুস্তক অনামিকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর সংস্থাপন করিয়া বলিবে যে, ইহার উপর কোনপ্রকার ভার অর্পিত হয় নাই, সুতরাং যখনই অঙ্গুলিদ্বয় সরাইয়া লইব, পুস্তকখানি ভূমিতে পড়িয়া যাইবে। শারীরিক যাবতীয় মাংসপেশীতে এই প্রকার ভার আনয়ন করিতে পারিলে যথার্থ অবসাদের ভাব আনীত হইয়া থাকে; নচেৎ নহে।

সম্মোহিত করিবার প্রথমাবস্থা অবসাদ আনয়ন। তাহার মূলে আর অন্য কোন কারণ নাই, কেবল মাত্র এই যে, অবসাদ না আসিলে নিদ্রা আসে না। সুতরাং কৃত্রিম নিদ্রানয়নের পূর্ব্বে অবসাদ আনয়নের বিশেষ আবশ্যক। একদিনে যদি না হয় দুইদিনে, দুই-দিনে না হয় তিনদিনে অবশ্যই অবসাদানয়নে সফলমনোরথ হইতে পারিবে; কিন্তু চেষ্টা চাই। প্রথমেই সময়সাপেক্ষ দেখিয়া উদ্যমবিরত হইলে, আর উন্নতির কোনপ্রকার আশা থাকিবে না।

অভ্যাসের স্থান ও কাল—

প্রতিদিন নির্জ্জন স্থানে, নির্জ্জন সময়ে কয়েকটী উক্তপ্রকার শান্ত-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া পরীক্ষা করিলে, সত্বর সফল হইতে পারা যায়। রাত্রি নটার পর সময় নির্দ্দিষ্ট করাই কর্ত্তব্য। যতদূর নির্জ্জন হইতে পারে, এইরূপ স্থানের নির্ব্বাচন করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে শব্দ হইতেছে, অথবা লোকজন যাতায়াত করিতেছে অথবা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এইরূপ অবস্থায় অবসাদের ভাব আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন। সম্মোহিত ব্যক্তিগণের মন অন্যদিকে আকর্ষিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে অবসাদের ভাব আনয়ন করা যায় না। অবসাদের ভাব একপ্রকার ক্ষণিক চিত্তবৃত্তি নিরোধের বা যোগের ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পরমার্থচিন্তার পক্ষে এই ভাব আনয়ন যে কত প্রয়োজনীয় তাহা যোগিমাত্রেই সম্যক্ অবগত আছেন। সুতরাং

পাঠকগণ এইরূপ মনে স্থান দিবেন না যে, ইহার সহিত পারলৌকিক ব্যাপারের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।

যাহা হউক, প্রতিদিন এই প্রকার অবসাদানয়নের চেষ্টা করিলে সহজেই ইহার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু **প্রতিদিন অর্দ্ধঘণ্টার অধিককাল এককালীন** চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। যখন অবসাদানয়ন সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিবে, তখন দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হইবে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—

প্রথম প্রকার ক্রিয়াসাধনে যে যে ব্যক্তির উপর কৃতকার্য্য হইয়াছ, সেই সেই ব্যক্তিগণকে দণ্ডায়মান করাইয়া, তাহাদিগের হস্তদ্বয় দুই পাশে এবং পদদ্বয় এক করিয়া সরলভাবে দাঁড়াইতে বলিবে। তাহার পর তাহার চোখ বুজিতে বলিয়া. সমস্ত শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবসাদানয়নের জন্য আদেশ করিবে। যথার্থ অবসাদানয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে কি না জানিবার জন্য, তাহাদিগের এক একটীর স্কন্ধে পশ্চাদ্দেশ হইতে হস্ত স্থাপন করিয়া, পশ্চাদ্দিকে টানিবার চেষ্টা করিবে। যে ব্যক্তিকে পশ্চাদ্দেশে সহজে পড়িয়া যাইতে দেখিবে, তাহার ঠিক হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যদি দেখিতে পাও যে, সহজে পশ্চাদ্দেশে কেহ পড়িয়া যাইতেছে না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবে, তাহাদের অবসাদ আসে নাই। যাহার ঠিক হইয়াছে দেখা গেল, তাহাকে রাখিয়া অন্যান্য ব্যক্তি-

গণকে চলিয়া যাইতে বলিবে এবং তাহাকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে দুই একটী কথা বুঝাইয়া দিয়া, পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে। এবং বলিবে যে, সম্মোহনকারীর কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিও না। যখন তোমার পড়িয়া যাইবার ইচ্ছা হইবে, তখন আর বলপ্রয়োগ-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করিও না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিলে, সেই ইচ্ছা কখনই কার্য্যকরী হইবে না। সম্মোহিতকে সম্মত করিয়া পূর্ব্ববৎ অবসাদানয়নপূর্ব্বক দণ্ডায়মান করাইবে। যখন ঠিক দাঁড়াইয়াছে, তখন তোমার বামহস্ত দ্বারা পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার ললাটপ্রদেশ ধারণ করিয়া, তোমার দক্ষিণ হস্তের তালুর উপর তাহার মস্তকের ভার ন্যস্ত করিয়া রাখিতে বলিবে। পরে দক্ষিণহস্তদ্বারা তাহার মস্তক ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া, তাহাকে পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবার চিন্তা করিতে বলিবে। প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণহস্ত-তালু মস্তকের নিম্নে রাখিয়া উক্তপ্রকার চিন্তা করিতে বলিবে। যাহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাকে "আমি পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইতেছি" "আমি পড়িয়া যাইতেছি" এই প্রকার মনে মনে জপ করিতে আদেশ করিবে। দক্ষিণহস্ত সরাইয়া আনিবার পূর্ব্বে, স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বলিবে যে, এই দক্ষিণহস্ত সরাইয়া লইবামাত্র তুমি পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবে, এবং দক্ষিণ হস্তের সহিত বামহস্তটী দক্ষিণ কর্ণের পার্শ্বদেশ দিয়া এইরূপ ভাবে ধীরে ধীরে টানিয়া লইবে যে, তাহার দেহের পশ্চাদ্দিকে যেন একপ্রকার গতি হইতে পারে।

দক্ষিণহস্তটী সেই সঙ্গে অতি ধীরে, যেন সম্মোহিত এক প্রকার জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে সরাইয়া লইবে। হস্তদ্বয় সরাইয়া লওয়া শেষ হইতেছে এইরূপ সময়ে ধীরভাবে বলিবে, "পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইতেছে।" পুস্তকে কোন বিষয় যেপ্রকার শীঘ্র লিখিয়া সমাপ্ত করা যায়, কার্য্যক্ষেত্রে সেইরূপ সমাপ্ত করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং শিক্ষার্থীগণ—**বিষয়গুলি এক একটী পর্য্যায়ক্রমে রীতিমত শিক্ষা না করিয়া পুস্তকের শেষাংশ পাঠ করিতে অগ্রসর হইও না।** কারণ, কোন একটী বিষয় বিশেষ-রূপ পরীক্ষার পূর্ব্বে সেই বিষয়ের শেষ জানিতে চাহিলে অনেক সময় শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে তৃতীয় পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে।

তৃতীয় পরীক্ষা—

যখন দেখিবে, কোন একটী ব্যক্তিকে তাহার দণ্ডায়মান অবস্থায় অবসাদের ভাব আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছ, তখন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, দুই হস্ত দ্বারা তাহার মুখমণ্ডলের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া (প্রায় ১০।১৫ সেকেণ্ড কাল নীরব থাকিবে) তাহার ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থিরদৃষ্টি করিবে, এবং বলিবে, "যখন এই দুই হস্ত তোমার মুখমণ্ডল হইতে অপসারিত হইবে, তখন তুমি সম্মুখদিকে পড়িয়া যাইবে।" ধীরে ধীরে তোমার হাত দুইটী সরাইয়া লইতে

লইতে ঐ প্রকার আদেশ বারংবার করিতে থাকিবে ও হাত সরাইয়া লইবার কালীন সম্মুখ দিকে সম্মোহিতের যাহাতে পড়িয়া যাইবার গতি হয় এইরূপ ভাবে টানিয়া লইবে। এবং হাত সরাইবার সময় সে পড়িয়া যাইলে, তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। অবশ্য, প্রথম দিনেই যে, কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। সুতরাং কিয়দ্দিন চেষ্টার ফলে অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্মোহনসাধনে কৃতকার্য্য হইবেন। সম্মোহন ব্যাপারের একটী প্রধান কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সম্মোহিত ব্যক্তি যেন সম্মোহনকারীর ক্রিয়ায় বাধাপ্রদান করিতে কোন প্রকার ইচ্ছা না করেন। সম্মোহনকারীর সেইজন্য সম্মোহিতের প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সম্মোহিতের ঈপ্সিত কোন কার্য্য করিতে যদি আদেশপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার বাধা দিবার আর কোন কারণ থাকিবে না। সুতরাং সম্মোহন-প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে সম্মোহিতের কি কি বিষয় ঈপ্সিত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনেক ব্যক্তি যাইবামাত্র দুই এক মিনিটের মধ্যে অপর এক ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিয়া ফেলেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল মাত্র সম্মোহনকারী সম্মোহিতকে দুই এক মিনিটের মধ্যে বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। মনুষ্য-চরিত্রের নির্ঘণ্ট সম্মোহন-শিক্ষার মূলমন্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মোহিত ব্যক্তিকে সম্মুখে পড়িয়া যাইতে দেখিলে চতুর্থ পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে।

চতুর্থ পরীক্ষা—

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলিতে কৃতকার্য্য না হইলে, কদাচ নিম্নকথিত বিষয়টী করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না। যে ব্যক্তিকে লইয়া সম্মুখদিকে পড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছ, তাহাকে লইয়া নিম্নলিখিত ব্যাপারটী পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে। তাহাকে তোমার সম্মুখে সরলভাবে দাঁড়াইতে বলিয়া, হস্তদ্বয় অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া একত্রিত করিতে বলিবে। পরে তাহার হস্তদ্বয় যতদূর সাধ্য ঘনসন্নিবদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিতে থাকিবে; এবং সম্মোহিতকে "হস্তদ্বয় পৃথক্ করিতে পারিব না" এই প্রকার জপ করিতে বলিবে। ইত্যবসরে দেখিবে যেন সম্মোহিত কোন প্রকার উপহাসের ভাব মনোমধ্যে পোষণ না করেন; কারণ ঐ প্রকার উপহাসের ভাব মনে আসিলে সম্পূর্ণ অবসাদানয়ন একেবারেই অসম্ভব। তাহার পর তাহাকে তোমার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিতে আদেশ করিয়া তুমি তাহার ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। **ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই বশীকরণ ক্রিয়ার প্রথম সূত্র। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক কোন প্রকার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন।** অবশ্য কথাটী সামান্য হইলেও ইহা হইতে অনেক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে

সম্মোহিতকে তোমার চক্ষুর উপর হইতে চক্ষু অপসারণ করিতে কিছুতেই দিবে না। তাহা হইলে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তাহার পর তাহাকে ধীরভাবে বলিবে যে, তুমি দেখিতে পাইতেছ যে তোমার হস্ত-তালুদ্বয় ক্রমে ক্রমে ঘনসন্নিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তোমার তালুদ্বয় তুমি কিছুতেই পৃথক্ করিতে পারিবে না। অবশ্য, এই সমস্ত বলিবার সময় দেখিও যেন তোমার চক্ষু নিশ্চলভাবে তাহার ভ্রূ-যুগলের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বিরত না হয়। তুমি এইরূপ বলিয়া, তোমার হস্ত তাহার বদ্ধ তালুদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে সঞ্চালন করিতে থাকিবে। হস্ত সঞ্চালন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার আদেশ বারংবার প্রচার করিবার পর, সম্মোহিতের হস্তদ্বয় পৃথক্ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চেষ্টা করিতে বলিবে। আশা করা যায় যে, সম্মোহিত কিছুতেই তাহার হস্ত পৃথক্ করিতে পারিবে না। যদি প্রথম বার কৃতকার্য্য না হইতে পার বারংবার চেষ্টা করিবে।

কিন্তু প্রতি সময় অর্দ্ধঘণ্টার অধিকক্ষণ চেষ্টা করিও না। যখন এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে দেখিবে তখন জানিও যে নির্ব্বাচিত পাত্র সম্পূর্ণরূপে সম্মোহিত হইয়াছে।

চেতন করিবার প্রথা—

সম্মোহিতকে জাগাইতে হইলে তাহাকে তুমি এই আদেশ করিবে যে, "এইবার তুমি জাগিয়া উঠ—তোমার হস্তদ্বয় এইবার খুলিয়া যাইবে।" যদি দেখ, কেবলমাত্র এই প্রকার অনুজ্ঞায় কোন প্রকার

কাজ হইল না, তখন তুমি তাহার ভ্রূযুগলের মধ্যে ফুৎকার প্রদান করিতে থাকিবে। অল্পক্ষণ ফুৎকার দিবার পর, নিশ্চয়ই সম্মোহিত জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সম্মোহিতকে জাগ্রত করিবার জন্য অনেক প্রকার উপায় আছে। কিন্তু সকলগুলির মূলে সংকল্প প্রকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নাই। সম্মোহনকারীর অনুজ্ঞা পাইবামাত্র সম্মোহিতের জাগ্রত হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক সময় আদেশ পালন করিতে দেরী হয় বলিয়া, সম্মোহনকারীর অস্থির হইয়া পড়া উচিত নহে। পাশ্চাত্য সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী জনৈক পণ্ডিত বলেন যে কেবলমাত্র সঙ্কল্প প্রকাশ দ্বারা সম্মোহনের যাবতীয় ক্রিয়া করিতে পারা যায় এবং সম্মোহিতকে জাগাইবার জন্য সঙ্কল্প প্রকাশই একমাত্র উপায়। যদি সহজে কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিতাবস্থা হইতে জাগ্রতাবস্থায় আনাইতে পারা যাইতেছে না দেখা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, মুহূর্ত্তমধ্যে সে ব্যক্তি জাগ্রতাবস্থায় উপনীত হইবে। সম্মোহিতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্পষ্ট করিয়া ধীরভাবে বলিবে, "এক, দুই, তিন উচ্চারণ করিবামাত্র তুমি জাগ্রত হইবে।" তাহার পর অতি ধীরে এক, দুই, তিন উচ্চারণ করিবে। তিন উচ্চারণ করিয়াই অতি উচ্চ করতালি দিয়া বলিবে, "এখন তুমি জাগ্রত হইয়াছ।"

সম্মোহনের চারিপ্রকার পরীক্ষার কথা উল্লিখিত হইল। এখন যে ব্যক্তি একবার ঐ চারিপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে দ্বিতীয়বার সম্মোহিত করিবার সময় আর প্রথম পরীক্ষা

হইতে আরম্ভ করিবার প্রয়োজন নাই। একেবারে দ্বিতীয় পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিতে পারা যাইবে; এবং তৃতীয়বার সম্মোহিত করিবার সময়, একেবারে তৃতীয় পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে। পরে এমন কি, অন্যান্য পরীক্ষা না করিয়া, একেবারে ক্ষণেকের মধ্যে হস্তদ্বয় বদ্ধ করিয়া, দর্শকদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষার চেষ্টা করা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উচিত নহে। কারণ, তাহাতে বিফল মনোরথ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এইস্থলে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রমে ক্রমে সম্মোহিত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। কারণ, এক ব্যক্তিকে লইয়া সকল প্রকার পরীক্ষা করা একেবারে অসম্ভব।

প্রথম চারি প্রকার পরীক্ষা সমাপ্তির সহিত সম্মোহনকারীর হৃদয়ে বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকিবে এবং অধিক ব্যক্তিকে সম্মোহিত করার বিশ্বাসের সহিত সম্মোহিত করিবার ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। **মোহিনীবিদ্যা শিক্ষার প্রথম সূত্র, ধৈর্য্য।** প্রথমেই নিরাশ হইয়া পড়িলে, এই শাস্ত্রশিক্ষা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" বিনা এই শাস্ত্র শিক্ষা করা যায় না। অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে, অনেকের নিকট বাতুল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, কিন্তু তথাপি তোমার নিরূপিত কার্য্যাবলী পরিত্যাগ করিও না। সম্মোহনযোগ্য ব্যক্তি অধিক সংখ্যায় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সেই প্রকার ব্যক্তি

সংগ্রহের জন্য অনেক সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যাহাদিগের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা আছে, এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পূর্ব্ব-বর্ণিতরূপ পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইবে এবং তাহাদিগকে উক্ত প্রকার আশা প্রদান করিবে। কোন ব্যক্তি তাহার মানসিক বৃত্তির কোন প্রকার উন্নতি চায়, তাহা কোন উপায়ে জ্ঞাত হইয়া, তাহার সেই বিষয় উন্নতি সাধন করিয়া দিব বলিয়া আশ্বাসিত করিবে এবং সম্মোহনের ফলে অনেক ব্যক্তির যে সুফল ফলিয়াছে, তাহার সম্যক্ উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাকে সম্মোহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিবে। **উচ্চদরের সম্মোহনকারী হইতে হইলে সাহস এবং ধৈর্য্যের বিশেষ আবশ্যক।** অনেক সময় উপহাসাস্পদ হইয়াও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিতে হইবে। অনেক সময় সম্মোহিতের নিকট তাড়না খাইয়াও বিশেষ সাহস-সহকারে তোমার সংকল্প বিষয়ক অনুমতি করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

পূর্ব্বকালে কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিতে হইলে, তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে কৃত্রিম নিদ্রাভিভূত করা হইত। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত কৃত্রিম নিদ্রানয়নের পূর্ব্বে সম্মোহিতের জাগ্রতাবস্থায় কয়েকটী পরীক্ষার প্রয়োজন। পূর্ব্বে যে সমস্ত পরীক্ষা উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি সমস্ত জাগ্রত অবস্থায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সম্মোহিতকে নিদ্রিতাবস্থায় লইয়া যাওয়া হয় ইহা পাঠকবর্গের বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কি করিয়া জাগ্রতাবস্থায় থাকিবার পর এক ব্যক্তির পদদ্বয় কঠিন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল। প্রথমে সম্মোহিতকে পূর্ব্ব কথিত চারিপ্রকার পরীক্ষা করিয়া লইয়া বলিবে যে, তোমার দেহের সমস্ত ভার বামপদের উপর নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিতে থাক যে, তোমার জানুদেশে শরীরের সমস্ত ভার একত্রিত হইয়া, এরূপ কাঠিন্য অনুভূত হইতেছে যে, তুমি সহজে, বামপদ ক্ষেপণ করিতে পারিতেছ না। তাহার পর সম্মোহিতের জানুদেশ স্পর্শ করিয়া, তাহার ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টিকরত **জানুর উপর হইতে পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত হস্ত-সঞ্চালন করিবে। হস্ত-সঞ্চালন সম্মোহনক্রিয়ার একটি প্রধান ব্যাপার।** তোমার দুই হস্ত সম্মোহিতের উপর এই প্রকারে সঞ্চালন কর, যাহা দ্বারা তোমার হস্ত তাহার দেহ স্পর্শ না করিয়া, যতদূর সম্ভব তাহার নিকটস্থ হইয়া সঞ্চালিত হয়। কেবলমাত্র হস্ত-সঞ্চালন দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষকে সম্মোহিত করা যাইতে পারে। অনেক পণ্ডিত হস্ত-সঞ্চালনের একটী বিশেষ শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন, হস্ত-সঞ্চালন কেবল মাত্র বাক্যহীন সঙ্কল্প প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে যে প্রকার হস্ত-সঞ্চালনের উল্লেখ করা হইল, তদ্ব্যতীত অন্য প্রকারের যে সমস্ত প্রক্রিয়া আছে, বর্ত্তমানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। হস্ত-সঞ্চালন করিবার সময় স্পষ্ট করিয়া ধীর ভাবে সম্মোহিতকে বলিবে যে, "তোমার পদদ্বয় ক্রমে ক্রমে কঠিন

হইয়া যাইতেছে, তুমি আর ইহাকে স্বাভাবিকভাবে চালনা করিতে পারিবে না ; কাষ্ঠনির্ম্মিত পদবিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় তোমাকে বেড়াইতে হইবে। এই দেখ, তুমি কাষ্ঠপদবিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় বেড়াইতেছ" ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে চলিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত আদেশ করিবে। যখন দেখিবে এইরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তি প্রায় কুড়িপদ অতিক্রম করিয়াছে, তখন তাহাকে "জাগ্রত হও" "জাগ্রত হও" ইত্যাদি অনুজ্ঞাবাক্যদ্বারা জাগ্রত করাইয়া দিবে। বামপদ কঠিন করিয়া দিবার ন্যায় দক্ষিণপদ, বামহস্ত, দক্ষিণহস্ত সমস্তই সম্মোহনকারীর ইচ্ছানুসারে কঠিন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

নাম ভুলান—

এইরূপ শরীরের কোন একটী অঙ্গ কঠিন করার পর, তাহাকে জাগ্রত না করিয়া, তাহার কণ্ঠপ্রদেশে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক বলিবে, "এক, দুই, তিন গুণিবামাত্র তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি বলিতে পারিবে না। এই তুমি তোমার নাম বলিতে পারিতেছ না।" ইত্যাদি ইত্যাদি!

চেয়ারে উপবেশন করিতে না দেওয়া—

সম্মোহিতকে দণ্ডায়মান করাইয়া, তাহার পশ্চাতে একখানি চেয়ারে রাখিয়া দিবে। তাহাকে তোমার চক্ষুর উপর দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়া, তুমি তাহার নাসিকামূলে দৃষ্টিপাত করিবে এবং তাহার পদদ্বয় কঠিন করিতে অনুমতি করিয়া, মনে মনে চিন্তা

করিতে বলিবে, "চেষ্টা করিয়াও পশ্চাদ্দেশস্থ চেয়ারের উপর উপবেশন করিতে পারিব না। ইত্যাদি।"

উত্থানশক্তি-রহিত করা—

এইরূপে চেয়ারে উপবেশন করাইয়া, সম্মোহিতের উত্থানশক্তি রহিত করিতে পারা যায়।

এই যে সমস্ত উদাহরণগুলি লিখিত হইল, তাহা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সমাধান করা কর্ত্তব্য। প্রথম একজন, তাহার পর দুইজন, এইরূপ করিয়া অধিক ব্যক্তিকে জাগ্রতাবস্থায় সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিবে। যে সমস্ত উদাহরণ লিখিত হইল, এতদ্ব্যতীত আরও কতপ্রকারের যে প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। সেই সমস্ত উদাহরণ উদ্ভাবন করিয়া সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংকল্প প্রকাশ মোহিনী-বিদ্যার মূল-মন্ত্র। হস্ত-সঞ্চালন, নাসিকাগ্র দৃষ্টিপাত প্রভৃতি সম্মোহনের যে সকল ক্রিয়া লিখিত হইল তাহা বাক্যবিহীন সংকল্প **প্রকাশ মাত্র।** পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রক্রিয়াদ্বারা শরীরের কোন অংশের অবসন্নতা আনয়ন করিলে, শরীরের অপর অংশগুলি অবসন্ন হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির চক্ষুর উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া, চক্ষুর অবসন্নতা আনয়ন করিলে, তাহার কেবল চক্ষুর কেন তাহার শরীরের অপর সমস্ত অংশের অবসাদের ভাব উপস্থিত হয়; সুতরাং "নিদ্রিত হও" বলিয়া সংকল্প প্রকাশ না করিয়া, উক্ত বাক্যবিহীন উপায়ে নিদ্রাবস্থার পূর্ব্বভাব অবসাদ আনাইয়া নিদ্রিত করাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করা উচিত।

সম্মোহন-সম্বন্ধে কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। এই সমুদয় বিষয়গুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া সঙ্কল্পপ্রকাশ করিলে, সম্মোহনসম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয়গুলি অতি উত্তমরূপে উপলব্ধি করা আবশ্যক।

(১ম) সম্মোহনযোগ্য ব্যক্তি যদি সম্মোহিত হইবার জন্য সম্মোহনকারী কর্ত্তৃক সঙ্কল্পিত বিষয়সমূহ হৃদয়াভ্যন্তর হইতে সমাবেশ

করিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে সম্মোহনকারীর চেষ্টা বৃথা হইবার সম্ভাবনা।

(২য়) সম্মোহনের সহিত ইচ্ছাশক্তির সাধারণতঃ সম্পর্ক নাই। সাধারণতঃ সম্মোহন-সাধনের নিমিত্ত কোন প্রকার অমানুষিকী শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না।

সম্মোহিত হইলে সাধারণ নিদ্রার ন্যায় সমস্ত অনুভুত হইয়া থাকে; কিন্তু সম্মোহনকারীর সঙ্কল্প-প্রকাশ করিবামাত্র, অনেক সময়ে দেখা যায় যে সম্মোহিত যে কি করিতে যাইতেছে তাহা না জানিয়াও, উক্ত অনুজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। কতকগুলি পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, সম্মোহনকারীর সৎসঙ্কল্প দ্বারা সম্মোহিতের যেরূপ ভাল হইতে পারে, সেইরূপ মন্দসঙ্কল্প দ্বারা তাহার অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে। ইহা একটী সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদ। আমাদিগের হৃদয় এইরূপ ভাবে গঠিত যে, যখন কোনপ্রকার পাপসঙ্কল্প আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদিগের বিবেক তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। সম্মোহন-ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্য-চরিত্র সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এক ব্যক্তি কখনও মদ্যপান করে নাই, এবং মদ্যের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিরক্তি, এইরূপ ব্যক্তিকে সম্মোহিতাবস্থায় মদ্যপান করিবার অনুমতি করিলে, সেই অনুজ্ঞা সেই ব্যক্তি কখনই গ্রহণ করিবে না। **যদ্যপি বল প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে।** সম্মোহিতাবস্থায় সদ্ব্যক্তির হৃদয়ে মন্দ সঙ্কল্প প্রদান করিলেও তাহা

কার্য্যকরী হয় না। অনেক স্থলে এইরূপ ঘটনাসমূহ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে ইহা প্রকাশ পায় যে, সম্মোহন-ক্রিয়াদ্বারা ভয়ঙ্কর ব্যাপার-সমূহ সাধিত হইতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে যে কতদূর সত্যের অপলাপ হয়, তাহা যে ব্যক্তি ইহার কোন একটী ঘটনা পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমি কয়েকটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার একটী মাত্র নিম্নে উল্লিখিত হইল। এই ঘটনার নায়কনায়িকাগণ অনেকে জীবিত বলিয়া, তাঁহাদিগের নাম ধাম না দিয়া নিম্নে ঘটনাটী প্রকাশ করা হইল! যাঁহারা প্রতিদিন সংবাদ-পত্র পাঠ করেন এবং বিশেষ সম্মোহন সম্বন্ধে যাঁহাদিগের কিছু জানিবার কৌতূহল তাঁহারা অনেকেই অবশ্য এই ঘটনার একটী অমূলক বিবরণ পাঠ করিয়া থাকিবেন।

জনৈক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের একটী কন্যা ব্যতীত ইহসংসারে আর কেহই ছিল না। অধিক বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে, তিনি আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের বাটীতে আসা যাওয়া এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে এবং ধর্ম্মচর্চ্চায় সময়াতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পঞ্চদশ-বর্ষীয়া কন্যাকেও এইরূপ কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত। স্ত্রীলোকগণকে পুরুষসমাজে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে তিনি সর্ব্বদা নিষেধ করিতেন। সেইজন্য যুবতীকন্যার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য

সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত তিনি কোন যুবক-হৃদয়ের অধিকারিণী হয়েন নাই। যুবতীর মাতার জীবিতাবস্থায় সে কিয়দ্দিন সাধারণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিল। সেইখানে পড়িবার সময়, জনৈকা ফিরিঙ্গী বালিকার সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। উক্ত ফিরিঙ্গী বালিকা এবং তাহার বৃদ্ধা মাতা কিয়দ্দূরে একখানি ক্ষুদ্র বাগানবাটীতে বাস করিতেন। তাহারা মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালী যুবতীকে তাহাদের বাগানে লইয়া যাইতেন। সেখানে কোন পুরুষের সমাগম ছিল না বলিয়া যুবতীর পিতা তাহাকে ফিরিঙ্গীদের বাটী পাঠাইতে কখন কোন আপত্তি করেন নাই। এইরূপ একদিবস যুবতী সেই বাগানে গিয়াছেন। সহপাঠিনীর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা একটী ফিরিঙ্গী যুবকের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। এইস্থানে এইরূপ মূর্ত্তির উদয় কখনও তিনি অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং মুহূর্ত্তেকের জন্য কিংকর্ত্তব্য- বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালী যুবতীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, ফিরিঙ্গী বালিকা বলিয়া উঠিলেন "ইনি আমার ভ্রাতা, বিদেশে মাষ্টারী করেন,—বহুদিন বাটী আসেন নাই—সেইজন্য এই বৎসর পূজার ছুটীতে বাটী আসিয়াছেন।" ফিরিঙ্গী যুবতীর যে অন্য সহোদর ভ্রাতা আছে তাহাই বাঙ্গালী যুবতী জানিতেন না। যুবক, কুটিল-কটাক্ষে বাঙ্গালী যুবতীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার সে চাহনি উহার মনে ভাল লাগিল না এবং পিতার আদেশ স্মরণপথে উদিত হওয়ায়, তিনি অসুখের ভাণ করিয়া সত্বর বাটী চলিয়া গেলেন।

যুবতী বাটী চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু অন্যদিন যেমন একাকী গমন করেন, অদ্য তাহা নহে—ফিরিঙ্গী সাহেবের মনপ্রাণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। শুধু ফিরিঙ্গী যুবকের শূন্য দেহ-পিঞ্জর হইতে বাঙ্গালী যুবতীর নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শয়নে বাঙ্গালী যুবতী, ভোজনে বাঙ্গালী যুবতী, ভ্রমণে বাঙ্গালী যুবতী—তাহার এখন জগৎ বাঙ্গালীযুবতীময় হইয়া উঠিল। তিনি কতবার বাঙ্গালী বাবুর বাটীর দিকে যাইলেন; কিন্তু কৈ তাঁহার হৃদয়াধিকারিণীকে ত দেখিতে পাইলেন না। ভগ্নীর নিকট বাঙ্গালী যুবতীর একখানি ফটোগ্রাফ ছিল, দাদা সেখানি দখল করিয়া লইলেন। দাদার কাণ্ড দেখিয়া, ফিরিঙ্গী যুবতীর আর ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে কিন্তু এই বিষয়ে কাহাকেও কিছু জানাইল না। যুবক প্রেমপত্র লিখিলেন—কিছুই তাহার উত্তর আসিল না। লজ্জার মাথা খাইয়া ভগিনীকে সমস্ত জানাইলেন—সে কিছু কথা কহিল না। মানুষের রক্তমাংসের শরীরে আর কতখানি ধৈর্য্য থাকে। যদি অসদুপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালী যুবতীকে পাওয়া যায়, এখন তাহাতেও বুঝি তিনি কুণ্ঠিত নহেন। উপায় চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। বিদেশে অবস্থানকালীন তিনি একজন বাজিকরের নিকট পত্র লিখিয়া সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সম্মোহন-বিদ্যাবলে অনায়াসে এক ব্যক্তিকে বশ করা যাইতে পারে। অতএব অবিলম্বে বাজি-করের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাজিকর, আদ্যোপান্ত সমস্ত

কথা শুনিয়া, অগ্রিম পাঁচশত টাকা চাহিয়া বসিলেন। ফিরিঙ্গী সাহেব অনেক হ্যাঁ না করিয়া, তাহাতেই রাজি হইয়া আসিলেন। যথাসময়ে নগদ টাকা বাজিকরের হাতে জমা দেওয়া হইল—একজন উকীলের বাসায় একখানি গুপ্ত লেখাপড়া পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ফিরিঙ্গী যুবতী কিংবা তাহার মাতা এ সমস্ত ব্যাপার কিছুই জানিতে পারিলেন না। বাজিকর জানিতেন যে এই সমস্ত ব্যাপারে পুলিশ-হাঙ্গামা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি লেখাপড়ার মধ্যে এইরূপ একটী সর্ত্ত রাখিয়াছিলেন যে, যে রাত্রে বাঙ্গালীযুবতীকে তাঁহারা সাহেবের নিকট আনিয়া দিবেন, সেই রাত্রে সাহেবের কোন সাধারণ গির্জ্জায় যুবতীকে বিধিমতে বিবাহ করিতে হইবে। তাহা না করিলে পুনরায় সেই রাত্রের মধ্যে যুবতীকে তাহার বাটীতে তিনি পৌছিয়া দিবেন। এই ঘটনার পর দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল।

দুই সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। দিনের পর দিন গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সে সুখের যামিনী এখনও আসে নাই। ভাবিলেন, বুঝি সয়তান বাজিকর তাঁহার জন্য কিছুই করে নাই—কেবল টাকাগুলি ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। বাজিকর যে কিছুই করে নাই, একথা ঠিক নহে। তাঁহার একটী স্ত্রীলোক চেনা বা Subject ছিল। সেই স্ত্রীলোক টাকা খাওয়াইয়া বাঙ্গালী বাবুর বাটীর ঝির সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিল যে, সে তাহার ছেলের অসুখের ভাণ করিয়া, এক মাসের ছুটিতে দেশে যাইবে এবং সেই সময় তাঁহার সেই চেলা

তাহার বদলে কাজ করিবে। চার পাঁচ দিনের মধ্যে সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। চেলা বাঙ্গালী বাবুর বাটীতে ঝি নিযুক্ত হইল। চেলা যোগাড়-যন্ত্র করিয়া যুবতীর শয়নাগারে রাত্রিতে শয়নের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। বাজিকরের আদেশক্রমে চেলা প্রতিরাত্রিতে তাহাকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিত। কয়েক দিন চেষ্টার পর, তাহার মনোরথ সফল হইল—যুবতী সম্মোহিত হইলেন। সাহেব, একদিন বাজিকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় চেলা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, "সমস্তই ঠিক হইয়াছে—এখন যাহাতে বিবাহ হয় তাহার বন্দোবস্ত করুন।" সাহেব আনন্দোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিবাহের জন্য কোন ভাবনা নাই। গির্জ্জার পাদরী সাহেব আমার বিশেষ বন্ধু।"

চেলা। আচ্ছা, তাহা হইলে আমরা দিন স্থির করিয়া আপনাকে সংবাদ দিব।

বাজিকর এবং চেলা একত্রে পরামর্শ করিয়া একটি দিন স্থির করিলেন।

অন্য দিনের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট দিনেও রাত্রি নয়টার সময় যুবতী শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছেন। ইত্যবসরে চেলা তাহার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, সমস্ত ঠিক হইয়াছে; তখন ডাকিল, "যুবতী, আমার সঙ্গে আইস।" যুবতীর আর চিন্তা করিবার অবসর নাই। যুবতী কলের পুতুলের ন্যায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে চেলার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

ফটকের সম্মুখে বাজিকর গাড়ী লইয়া দাঁড়াইলেন, বিদ্যুদ্বেগে যুবতীকে গাড়ীর উপর উঠাইয়া লইয়া, গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ী তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। রাত্রি এগারটার সময় তাঁহারা গির্জ্জায় পৌঁছিলেন। সেখানে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করা ছিল। যথারীতি নিদ্রিতা যুবতীর সহিত সাহেবের বিবাহ হইয়া গেল।

বাঙ্গালীবাবু তাঁহার কন্যার বিবাহবার্ত্তা শুনিয়া সাহেবের উপর খড়্গহস্ত হইলেন। যথাসময়ে পুলিশ-আদালতে তাঁহার নামে কন্যা-চুরির দাবি দিয়া অভিযোগ আনয়ন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কন্যা প্রকাশ্য আদালতে বলিয়া আসিলেন যে, সে স্ব-ইচ্ছায় সাহেবকে তাহার পতিত্বে বরণ করিয়াছে। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাঙ্গালীবাবুকে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি করিলেন। অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা বাঙ্গালীবাবুকে তাহাই করিতে হইল। পরে প্রকাশ পাইল যে, অন্তরে যুবতী সাহেবের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিল। নচেৎ চেলার সংকল্প কোনরূপে কার্য্যকরী হইত না। অন্তরে ইচ্ছা না থাকিলে পাপসংকল্প প্রকাশ করিয়া কোন ব্যক্তিকে পাপকার্য্যে লিপ্ত করা যায় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃত্রিমনিদ্রানয়নের উপায়।—

কোন একটী সম্মোহনযোগ্য ব্যক্তিকে পূর্ব্ব-কথিত চারিপ্রকার পরীক্ষা করিয়া, একখানি আরাম চৌকিতে অথবা সোফায় শয়ন করিতে বলিবে ; এবং তাহার নিদ্রা হউক বা না হউক, তাহাকে নিদ্রিত হইবার জন্য মনোমধ্যে প্রস্তুত হইতে বলিবে। তাঁহাকে "অত্যন্ত ঘুমাইয়া পড়িতেছি" "অত্যন্ত ঘুমাইয়া পড়িতেছি" ইত্যাদি প্রকার চিন্তা বা জপ্ করিতে আদেশ করিবে। যদি তুমি উক্ত ব্যক্তির মনে কেবলমাত্র নিদ্রাভাবের আবেশ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ; আর কিছুই করিতে হইবে না। অনেক ব্যক্তি "নিদ্রিত হও" এই আদেশ করিবামাত্র ভীত হয় এবং সহজে তাহাদিগের নিদ্রা আসে না। এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে ভয়ত্যাগ করিতে বলিবে। অনেক ব্যক্তি মনে করিয়া থাকে যে, তাহাদিগের ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল ; সুতরাং তাহাদিগকে কৃত্রিমনিদ্রাভিভূত করিয়া সম্মোহিত করা অত্যন্ত দুষ্কর। তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়া দিবে যে, সম্মোহন ক্রিয়ার সহিত সম্মোহনকারীর ইচ্ছাশক্তির কোনপ্রকার সম্পর্ক নাই। সম্মোহন, সম্মোহিত ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি প্রবল, সেই ব্যক্তি সহজেই সম্মোহিত হইয়া

থাকে। যে ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল, তাহাকে সহজে সম্মোহিত করা যায় না। ইহার কারণ এই যে, যদি কোন ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে, সেই ব্যক্তি সহজেই তাহার অন্যান্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, একটী বিষয়ের উপর তাহার চিন্তা স্থাপন করিতে পারে। অতএব যদি ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে, তাহা হইলে সহজেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে। যাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল, সেই ব্যক্তি তাহার অন্যান্য চিন্তাসমূহ সহজে ত্যাগ করিতে পারিবে না; সুতরাং তাহার পক্ষে কেবলমাত্র নিদ্রার চিন্তা জাগরূক রাখা দুষ্কর হইয়া পড়িবে—এবং সহজে তাহাকে সম্মোহিত করিতে পারা যাইবে না। অতএব সেই সকল ব্যক্তিকে নিদ্রার বিষয় চিন্তা করিতে না বলিয়া নিদ্রা-সম্বন্ধের কোন শ্লোক জপ করিতে বলিবে। "ঘুমাইয়া পড়িতেছি" "অত্যন্ত ঘুমাইয়া পড়িতেছি" ইত্যাদি ইত্যাদি। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দশমিনিট কাল উপর্য্যুপরি এই প্রকার জপ করিয়া, দশমিনিট কাল বিশ্রাম করিতে বলিবে। আবার পনর মিনিট কাল ঐ প্রকার জপ করিয়া পাঁচ মিনিট কাল বিশ্রাম করিতে বলিবে। অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক এক ব্যক্তিকে লইয়া চেষ্টা করিবে না। এইরূপ তিনদিন চেষ্টা করিলে, সেই ব্যক্তির নিদ্রিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি তাহাতে কোন ফল না হয়, তাহা হইলে, **তোমার দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সম্মোহিতের ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিয়া, তাহাকে মনে মনে উক্ত প্রকার জপ করিতে বলিবে।** পনর মিনিট অতীত হইলে, "তুমি কি করিতেছ"

প্রশ্ন করিবে। যদি প্রশ্ন করিবামাত্র কোন প্রকার উত্তর না পাও, তাহা হইলে তাহার পর পাঁচ মিনিটকাল সম্মোহিতের উপর হস্ত-সঞ্চালন করিয়া, নিদ্রিত হইয়াছে কি না, প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। অনেক সময় কোন এক ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিয়া দেখাইলে, যে ব্যক্তির সহজে কৃত্রিম নিদ্রা আসিতেছে না, তাহাকে নিদ্রাভিভূত করা যায়। এই সমস্ত বিষয় এক একটী করিয়া, ধীরে ধীরে পরীক্ষা করিবে। প্রথম দিন সম্মোহিত করিয়া নিদ্রা আনয়নের পর, অন্য কিছু প্রশ্ন না করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিবে।

নিদ্রাকর্ষণ করাইবার অন্যবিধ উপায় লিখিত হইতেছে ; কোন উজ্জ্বল প্রস্তরশোভিত একটী অঙ্গুরীয় লইয়া, সম্মোহিতের দৃষ্টিমুখে ধারণ করিরে। সম্মোহিতকে একখানি আরাম-চৌকিতে আরাম করিয়া উপবেশন করিতে বলিবে এবং উক্ত অঙ্গুরীয় তাহার দৃষ্টিমুখে তিন চারি ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটী বৃত্তাকারে ঘুরাইবে। এবং সম্মোহিতকে অন্যত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে দিবে না। সে কেবল একদৃষ্টিতে উক্ত অঙ্গুরীয় লক্ষ্য করিতে থাকিবে এবং তাহাকে বলিয়া দিবে যে, চক্ষে জল আসিলে যেন সে তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদ্রিত করে, এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনুমতি না করা পর্য্যন্ত, চক্ষু খুলিয়া না ফেলে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে, উক্ত অঙ্গুরীয় তাহার নাসিকাগ্রে স্পর্শ করাইয়া বলিতে থাকিবে যে, তোমার চক্ষু ভারি হইয়া আসিতেছে, তুমি সহজে তোমার চক্ষু খুলিতে পারিবে না। যখন

দেখিবে যে, সে চেষ্টা করিয়াও চক্ষু খুলিতে পারিল না, তখন তুমি তাহাকে বলিবে যে, তাহার অত্যন্ত নিদ্রানুভূতি হইতেছে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে। এইরূপ বলিতে বলিতে তোমার অঙ্গুলিসমূহ তাহার মস্তকে স্থাপন করিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা ললাটপ্রদেশ অত্যল্প স্পর্শ করিয়া, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে সরাইতে থাকিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রশ্ন করিবে, "তুমি কি করিতেছ"? যখন কোন উত্তর পাইবে না, তখন বলিবে, "তুমি ঘুমাইতেছ?" তাহাতেও কোন উত্তর না পাইলে পুনরায় বলিবে "তুমি কি করিতেছ?" এই প্রশ্ন করিলে, সম্মোহিত নিশ্চয়ই উত্তর করিবে যে, সে ঘুমাইতেছে। তাহার পর তাহাকে অনুমতি করিবে যে তাহার এইবার নিদ্রার সহিত নাসিকা-ধ্বনি হইতে থাকিবে। বলিবামাত্র, সম্মোহিত নাসিকা-ধ্বনি করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

সম্মোহনকারিগণ এই উপায়ে কত শত ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিতে পারিবেন। অনেক সম্মোহনকারী এক ব্যক্তিকে বহু চেষ্টাসত্ত্বেও সম্মোহিত করিতে পারেন নাই এবং সেই ব্যক্তির ধ্রুব বিশ্বাস যে, তাহার ইচ্ছাশক্তি এতই প্রবল যে, তাহাকে কোন মানুষই সম্মোহিত করিতে পারিবে না। একজন নব্য সম্মোহন-কারী তাহাকে একদা সম্মোহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। সে উপহাস করিয়া একখানি আরাম-চৌকিতে শয়ন করিয়া বলিয়াছিল যে ক্ষমতা থাকে ত সম্মোহিত করিতে পারেন।

তখন নব্য-সম্মোহনকারী তাঁহার অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া হীরকের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে তাঁহাকে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তি এইরূপ উপহাসাস্পদ কার্য্যসমূহ নব্য-সম্মোহনকারীর অনুজ্ঞানুসারে সম্পাদন করিতে লাগিল যে, প্রত্যেক দর্শক যৎপরোনাস্তি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়াছিলেন।

সম্মোহনের পাশ্চাত্য প্রবর্ত্তকগণ নিম্নলিখিত উপায়ে সম্মোহিতের নিদ্রাকর্ষণ করিয়া থাকেন। সম্মোহিতকে তোমার সম্মুখে উপবেশন করাইয়া, তাহার চক্ষুরুপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। সম্মোহিতকে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতে দিবে না। সম্মোহিতকে বলিয়া দিবে যে, তাহার চক্ষে জল আসিলে সে যেন, তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলে। যখন দেখিবে যে, তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, তখন দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহার নাসিকামূলে স্থাপন করিবে। কিয়ৎক্ষণ স্থাপন করার পর, তাহার দেহে অবসাদানয়ন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। অবশ্য, যদি অবসাদানয়নক্রিয়ার সম্পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ধীরে ধীরে তাহাকে শয়ন করাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে। তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা এরূপ ভাবে তাহার দেহ ঠেলিতে থাকিবে যে ধীরে ধীরে যেন সে শুইয়া পড়ে, কিন্তু সে ব্যক্তিকে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল ইহা যেন সে অনুভব করিতে না পারে। তাহাকে শয়ন করাইয়া দিয়া, তাহার উপর মস্তক হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত হস্তসঞ্চালন করিতে থাকিবে; কিয়ৎক্ষণ হস্তসঞ্চালনের পর

জিজ্ঞাসা করিবে, "তুমি কি করিতেছ ?" যদি কোন প্রকার উত্তর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সম্মোহিতের দক্ষিণ হস্তের তালুতে স্পর্শ করাইয়া আদেশ করিবে যে "তুমি এইবার তোমার চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিবে না।" সম্মোহিত যদি চেষ্টা করিয়া উন্মীলিত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহার শরীরের উপর হস্ত সঞ্চালন করিতে থাকিবে। যদ্যপি এই প্রকার হস্ত-সঞ্চালনের দ্বারা কোনপ্রকার পরীক্ষায় ফললাভ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধঘণ্টা সময়ের অনধিক চেষ্টা না করিয়া, জাগ্রত করিয়া দিবে। সম্মোহিত কর্ত্তৃক কোন প্রকার পরীক্ষায় ফললাভ না হইলেও তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহাকে জাগ্রত করিবে। একটী কথা বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সম্মোহিতের কোন প্রকার ভাবান্তর ঘটিলেও সেই কথা সে অধিকাংশ সময় স্বীকার বা প্রকাশ করিতে চাহে না।

সম্মোহিত করিবার অন্যবিধ উপায়—সম্মোহিতকে একখানি আরামচৌকিতে উপবেশন করিতে বলিবে। তোমার বাম এবং দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তৃক তাহার বাম হস্তের অনামিকা এবং মধ্যমার নখ স্পর্শ করাইবে; এবং তাহার পর তাহাকে ঘুমাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংকল্প প্রকাশ করিয়া নখদ্বয় টিপিতে থাকিবে। এরূপভাবে নখদ্বয় টিপিবে যাহাতে সে কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিতে না পারে। মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া, বাম অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তৃক সম্মোহিতের দক্ষিণ হস্ততালু স্পর্শ করিয়াও সহজে

নিদ্রাকর্ষণ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তিকে একবার সম্মোহিত করা হইয়াছে, তাহাকে ক্ষণমাত্র স্পর্শ করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে সংকল্পজ্ঞাপনপূর্ব্বক সম্মোহিত করা যাইতে পারে। কোন এক ব্যক্তিকে বহুবার সম্মোহিত করা হইয়াছিল। এক দিবস তাহার সহিত কোন একজন সম্মোহনকারী একটী নিমন্ত্রণ-সভায় গমন করেন। তথায় বহুব্যক্তি সম্মোহন ক্রিয়ার কয়েকটী পরীক্ষা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সম্মোহনকারী তাহার সঙ্গীকে সম্মোহিত করিবার ইচ্ছা মনে মনে করিয়া, তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র, সে ব্যক্তি সম্মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর তাহা দ্বারা সম্মোহনের কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পরীক্ষা সম্পাদন করা হইয়াছিল। সর্ব্বকার্য্যের প্রারম্ভই কঠিন। সম্মোহন-সম্বন্ধে ইহা যে কতদূর সত্য, তাহা একবাক্যে প্রকাশ করা যায় না। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্মোহন-ক্রিয়া অত্যধিক কঠিন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুইচারিবার উক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছেন, তাঁহারা অতি সহজে যে কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিতে পারিবেন।

সম্মোহিতের সম্মুখে কোন বিশেষ সংকল্প প্রকাশ করিতে হইলে, তাহা কিরূপ ভাবে করিতে হইবে, সে বিষয়ে সম্মোহনকারীর বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক। জাগ্রতাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুই একটী পরীক্ষা করিয়া, তাহা স্থির করিয়া লইবে।

তৎপরে, তোমার যদি তাহাকে হাসাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা

হইলে বলিবে, "তোমার এইবার অত্যন্ত হাসিবার ইচ্ছা হইতেছে।" এই কথা বলিতে না বলিতে, সম্মোহিত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিবে। অথবা যদি প্রকৃত অবস্থা উপস্থিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহার হস্ত সঞ্চালন করিতে থাকিবে এবং সম্মোহিতের কর্ণে অতি মৃদুস্বরে হাসিবার জন্য সংকল্প প্রকাশ করিবে। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ করিবার পর, সম্মোহিতকে নিশ্চয়ই উচ্চহাস্য করিতে হইবে। তাহার পর সংকল্প প্রকাশ করিয়া সম্মোহিতকে কাঁদাইতে পারিবে। এই প্রকারে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি সহজেই সাধিত হইবে।

(১ম) সম্মোহিতের অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি।

(২য়) তাহার অত্যন্ত গ্রীষ্মানুভূতি।

(৩য়) দারুণ মানসিক কষ্টে সম্মোহিত জর্জ্জরিত।

(৪র্থ) অত্যন্ত সুখানুভূতি।

(৫ম) ভীষণ নরকের দৃশ্য দর্শন।

(৬ষ্ঠ) স্বর্গের অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন।

(৭ম) হস্তে বরফ দেওয়া।

(৮ম) হস্তে কয়লার আগুন দেওয়া।

(৯ম) শরীর অসাড় করিয়া দিয়া তাহাতে পিন ফুড়িয়া দেওয়া।

(১০ম) চিনি বলিয়া কুইনাইন খাওয়ান।

(১১শ) কুইনাইন বলিয়া চিনি খাওয়ান।

সম্মোহিত করিয়া অনেক নির্দ্দোষ আমোদের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এক ব্যক্তিকে কৃত্রিম নিদ্রাভিভূত করিয়া বলা হইল যে, তুমি নিকটে একটী সুন্দর পুষ্করিণী দেখিতে পাইতেছ কি? সে দেখিতে পাইতেছি বলিলে, তাহার হাতে একগাছি লাঠি দিয়া বলিবে, যে এই ছিপ গাছটী ঐ পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে যাওয়া যাক চল। তৎপরে তাহাকে লইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিবে যে, আমি সমস্ত ঠিক করিয়া ছিপ ফেলিয়া দিলাম, তুমি এইবার চোখ খুলিয়া মাছের গতিবিধি লক্ষ্য কর। সম্মোহিতকে চক্ষু উন্মীলিত করিতে বলিয়াছ বলিয়া, তাহার জাগ্রত হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা থাকিবে না। অল্পক্ষণ পরে বলিবে, "এইবার প্রস্তুত হও" "মাছ খাইয়াছে" "শীঘ্র কর" শীঘ্র কর"। এইরূপ সংকল্প প্রকাশ দ্বারা সম্মোহিতের ক্রিয়া সমূহ যে কতদূর প্রীতিকর হইবে, তাহা না দেখিলে, পাঠকবৃন্দ বুঝিতে পারিবেন না। এইরূপ একত্রে তিন চারি জনকে সম্মোহিত করিয়া, উক্ত ক্রিয়া প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এক ব্যাপার হইতে অন্য ব্যাপারে সহজে তাহাদিগকে লওয়া যাইতে পারিবে। দৃষ্টান্তস্থলে মাছ ধরা সম্মোহিতকে বলিবে যে মাছ ধরা হইয়াছে, এক্ষণে আমরা পুষ্করিণীর সম্মুখ হইতে একটী গোলাবাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছি। বাটীটা কি মাছিতে পরিপূর্ণ! অত্যন্ত মাছি আমাদের চারিদিকে গালে মুখে বসিয়া বিরক্ত করিতেছে। তৎক্ষণাৎ সম্মোহিতগণ মাছি তাড়াইবার নিমিত্ত গালে মুখে চড়াইতে থাকিবে। তাহার পর বলিবে যে,

আর ত মাছি নাই। অমনি তাহারা সমস্ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। পুনরায় বলিবে যে, তোমরা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবে, তথনি তাহারা হাসিয়া গড়াইতে থাকিবে। এইরূপ করিতে করিতে বলিবে যে, এক দুই তিন বলিবামাত্র, তোমরা সমস্ত জাগ্রত হইবে। তাহার পর এক দুই তিন বলিয়াই, করতালি দিয়া বলিবে যে, তোমরা সমস্ত জাগ্রত হইয়াছ এবং সম্মোহিতগণ সকলে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

হস্তসঞ্চালন করিয়া কি প্রকারে সম্মোহিতকে জাগ্রত করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, শিরোদেশ হইতে অধোদেশের দিকে হস্ত-সঞ্চালন করিয়া সম্মোহিত করা যেরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে সেইরূপ অধোদেশ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত বিপরীত হস্ত-সঞ্চালন করিলে, সম্মোহিত জাগ্রত হইয়া থাকে, স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অনেক ব্যক্তি সম্মোহিতকে শীঘ্র জাগ্রত না দেখিয়া, বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সম্মোহিতকে জাগ্রত করিয়া দিলেও, সে যথাসময়ে আপনা আপনি জাগ্রত হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য তাহার কিছুই অনিষ্ট হয় না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, সম্মোহনকারী কোন প্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে সম্মোহিতকে জাগ্রত করিতে যাইয়া, সম্মোহিতের শারীরিক গ্লানি উপস্থিত করিয়া থাকেন। সেইজন্য **সম্মোহিতের উপর বলপ্রকাশ করিয়া জাগ্রত করা কোনক্রমে বিধেয় নহে।** একদা একটী নব্যসম্মোহনকারী

এক ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিয়াছিল। সম্মোহিত এত অধিক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে, সেই ব্যক্তি কিছুতেই তাহাকে জাগ্রত করিতে পারিতেছিল না; সুতরাং সে ভীত হইয়া সম্মোহিতকে ধাক্কা দিয়া জাগাইতে চেষ্টা করিল। তাহার পর সম্মোহিতের শরীরে জল ঢালিয়া পর্য্যন্ত জাগাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই সে জাগ্রত হইল না। ইত্যবসরে একজন বহুদর্শী সম্মোহনকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্ব-কথিত বিশেষ উপায় দ্বারা তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিলেন। জাগ্রত হইবার পর সম্মোহিতের অনেকক্ষণ মাথা ধরিয়াছিল। বলপূর্ব্বক জাগ্রত করার চেষ্টাই তাহার একমাত্র কারণ।

একজন সম্মোহনকারী কর্ত্তৃক সম্মোহিত ব্যক্তিকে অপর সম্মোহনকারী কর্ত্তৃক জাগ্রত করণ।

যে ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তি সম্মোহিত করিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত উপায়ে জাগ্রত করা কর্ত্তব্য। তোমার দক্ষিণহস্ত সম্মোহিতের মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া সম্মোহিতকে নিদ্রিত হইবার জন্য আদেশ কর। সম্মোহিত নিদ্রিত হইবার পর, তাহাকে তোমার বিভিন্ন সংকল্প প্রকাশ পূর্ব্বক সে তোমার আদেশ সমূহ যথাযথ পালন করিতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি তোমার আদেশ পালন করিতে কোন প্রকার বাধা প্রদান না করিতে থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব-কথিত উপায়ে তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিবে। কিন্তু যদি বাধা প্রদান

করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার মস্তকে তোমার দক্ষিণ তালু স্থাপন করিয়া, যতক্ষণ না সে তোমার বাক্য পালন করিতে থাকে, ততক্ষণ তাহাকে স্থিরভাবে তোমার অনুমতি প্রদান করিতে থাকিবে। সম্মোহিতকে বশীভূত করিতে হইলে, সম্পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাস চাই। যদি কোন সম্মোহিত, কোন প্রকার বল-প্রকাশের সূচনা করিতেছে দেখ, তাহা হইলে তাহাকে স্বীয় সংকল্প-শক্তি-বলে শান্ত-ভাব ধারণ করাইবে। **আত্ম-বিশ্বাস হারাইলে, সম্মোহনকারী কিছুতেই সফল হইতে পারিবেন না।**

সম্মোহিত কৃত্রিম নিদ্রাভিভূত হইয়াছে কি না, তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা কর্ত্তব্য। (১ম পরীক্ষা) মুদ্রিত চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটি হস্ত দ্বারা উন্মীলিত কর; যদি অপরটী সেই সঙ্গে উন্মীলিত না হয়, তাহা হইলে সম্মোহিতকে নিদ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। (২য় পরীক্ষা) সম্মোহিতের হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া মনে মনে সংকল্প কর যে, সম্মোহিতকে ডাকিলে সে কিছুতেই উত্তর দিতে পারিবে না। তাহার পরে সম্মোহিতকে ডাকিতে থাক; যদি সে উত্তর করে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সে এখনও নিদ্রিত হয় নাই। কিন্তু যদি উত্তর করিতে না পারে, তাহা হইলে নিদ্রিত হইয়াছে জানিবে। সম্মোহিতকে নিদ্রিত করাইয়া এইরূপ পরীক্ষা পূর্ব্বক সম্মোহিত নিদ্রিত হইয়াছে কি না, জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, নিদ্রিত হইয়াছে কি না জানিয়া

কার্য্য আরম্ভ করিলে, অপ্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্মোহিত-গণ এই সমস্ত ব্যাপারে অনেক সময়ই, সম্মোহনকারীকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সেইজন্য সর্ব্বদা সাবধান হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিদ্রিতাবস্থায় কি করিয়া এক ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিতে পারা যায় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। ধীরে ধীরে নিদ্রিত ব্যক্তির সম্মুখীন হইয়া মৃদুস্বরে বলিতে থাক, (নিদ্রিত হও—তুমি গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হও—ভীত হইও না—তুমি জাগ্রত হইও না—নিদ্রিত হইয়াছ—গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়াছ।) এই প্রকার সংকল্প বারংবার নিদ্রিত ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিতে থাকিবে। যদি নিদ্রিতকে জাগ্রত হইবার উপক্রম দেখ, তাহা হইলে সে রাত্রি আর তাহার উপর কোন চেষ্টা করিবে না; কিন্তু জাগ্রত হইবার কোন চেষ্টা না দেখিলে, উক্ত প্রকার সংকল্প তিন চার মিনিট কাল বারংবার তাহার নিকট উচ্চারণ করিবে। তাহার পর নিদ্রিতের মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া বলিতে থাকিবে যে, তুমি জাগ্রত হইবে না, তুমি গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হইবে, তুমি কাহারও কথা শুনিতে পাইবে না, কিন্তু কেবল মাত্র আমি কথা কহিলে তাহা শুনিতে পাইবে। তাহার পর ধীরে ধীরে দুই চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। "তুমি কি কোন গোলাপ ফুলের গন্ধ অনুভব করিতেছ?" যদি তোমার এই প্রশ্নের কোন প্রকার সন্তোষজনক উত্তর না পাও, তাহা হইলে তিন চারি বার পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রকারের প্রশ্ন

করিয়া, উত্তর লইবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন উত্তর না পাও, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, নিদ্রিতকে মুগ্ধ করিতে পার নাই। কিন্তু নিদ্রিত যদ্যপি জাগ্রত না হইয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা সহজসাধ্য কয়েকটি সংকল্প সমাধান করাইয়া, তাহাকে নিদ্রিত হইবার সংকল্প প্রদান করিবে; এবং এই সঙ্গে বলিয়া দিবে যে, আগামী প্রাতঃকালে তুমি জাগ্রত হইয়া, অদ্যকার ব্যাপার কিছুই স্মরণ রাখিতে পারিবে না। যদ্যপি এক দিনে মুগ্ধ না করিতে পার, তাহা হইলে উপর্য্যুপরি সাত দিন চেষ্টা করিবে, এবং এক বৈঠকে পনর মিনিটের অধিক সময় কাহাকেও চেষ্টা করিবে না। নিদ্রিতকে মুগ্ধ করিবার আর একটী উপায় নিম্নে বর্ণিত হইল। এই উপায়ে আমি অনেকবার কৃতকার্য্য হইয়াছি। নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া, তাহার শরীরের উপর হস্ত-সঞ্চালন করিতে আরম্ভ কর। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল হস্ত-সঞ্চালন করিবার পর, সম্মোহিতের নাসিকাগ্রভাগে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া ধীরভাবে তাহার নামোচ্চারণপূর্ব্বক অনুজ্ঞা করিবে যে, সে যে সমস্ত বিষয় অনুভব করিবে, তাহা প্রকাশ করিবার বা অন্য কাহাকে অনুভব করাইবার তাহার ক্ষমতা থাকিবে না। তাহার পর তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবে। যদ্যপি সে কোন উত্তর না দেয়, তবে কোন একটী নাম উচ্চারণ করিয়া বলিবে যে, ইহাই তাহার নাম। তাহার পর আবার তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবে; যদি সে তোমার প্রদত্ত নাম বলে, তাহা হইলে তাহাকে অন্যান্য প্রশ্ন

করিতে থাকিবে। কিন্তু যদি সে প্রশ্নোত্তর না দেয় বা সহসা জাগ্রত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই দিনের মত ছাড়িয়া দিবে।

এক ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিয়া সম্মোহনকারী ইচ্ছা করিলে সম্মোহিতের দ্বারা অপর এক ব্যক্তির আদেশ পালন করাইতে পারেন। অপর যে ব্যক্তির আদেশ পালন করাইবার বাসনা, তাহার দিকে সম্মোহিতকে দৃষ্টিপাত করিতে বল। দৃষ্টি করিবার পর সম্মোহিত ব্যক্তির নিকট সংকল্প প্রকাশ কর যে, সে যেন তাহার সম্মুখের ব্যক্তির যাবতীয় আদেশ পালন করে। তাহার পর সেই ব্যক্তির হস্ত, সম্মোহিত ব্যক্তির মস্তকে স্থাপন করিয়া, তাহার ঈপ্সিত সংকল্প-সমূহ প্রকাশ করিবার জন্য উপদেশ করিবে। যদ্যপি সম্মোহিত তাহার আদেশ পালন না করে, তাহা হইলে তুমি ধীরভাবে তাহার আদেশ পালন করিবার জন্য সম্মোহিত ব্যক্তিকে আদেশ করিবে।

যদি সম্মোহিতের দ্বারা সম্মোহন সময়ের পর ভবিষ্যতে তোমার কোন আদেশ পালন করাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে নিম্ন-লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। প্রথমে কোন ব্যক্তিকে কৃত্রিম নিদ্রাভিভূত কর। যখন দেখিবে যে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নিদ্রিত হইয়াছে, তখন তাহার নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিয়া বল যে, সে যেন অদ্য বেলা চারিটার পর হইতে সিগারেট পাইবামাত্র ফেলিয়া দেয়। তুমি এই সংকল্পটী তিনবার প্রকাশ করিবে, এবং বলিয়া দিবে যে, তাহাকে যাহা

করিবার নিমিত্ত অনুমতি দিলে তাহা সে বিস্মৃত হইবে বটে, কিন্তু উক্ত আদেশটী কলের পুতুলের ন্যায় পালন করিতে বাধ্য থাকিবে। এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়া, সম্মোহিত ব্যক্তিকে কি আদেশ করা হইল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। তাহার নিকট ঈপ্সিত সংকল্পের পুনরুক্তি করাইয়া লইয়া, সম্মোহিতকে নিদ্রিত হইতে আদেশ করিবে, এবং তাহার পর অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিয়া, তোমার নির্দ্দিষ্ট সময় বেলা চারিটার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে। বেলা চারিটার সময় সম্মোহিতের হস্তে সিগারেট দিয়া দেখিতে পাইবে যে, সে কিরূপ ভাবে তোমার আদেশ পালন করে। সম্মোহিত অত্যন্ত সিগারেটসেবী হইলেও তাহা ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইবে। এইরূপ উপায়ে জগতের যথেষ্ট মঙ্গলকর কার্য্য করিতে পারা যায়।

কি করিয়া বহু ব্যক্তিকে একত্র সম্মোহিত করিতে হয়। সম্মোহিত ব্যক্তি-বর্গকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে চেয়ারে উপবেশন করাইয়া, তুমি তাহাদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, তোমার নেত্রের দিকে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে অনুমতি করিবে। তোমার দৃষ্টি এক এক করিয়া প্রত্যেক নাসিকাগ্রে এইরূপ ভাবে স্থাপন করিতে থাক, যাহা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিরই এইরূপ ধারণা হয় যে, তুমি তাহাদিগের প্রত্যেকেরই প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছ। তাহার পর এক দুই তিন বলিয়া, তাহাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করতঃ নিদ্রা-বিষয়ে চিন্তা করিতে বলিবে। তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিলে বলিতে

থাকিবে, "তোমরা নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছ—তোমাদের কথা কহিবার ইচ্ছা নাই,—হস্তপদ উত্তোলন করিবার শক্তি নাই,—নিস্পন্দ নিশ্চল—গভীর নিদ্রা।" তাহার পরে প্রত্যেকের নিকট যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, তাহাদের মধ্যে কয়জন ব্যক্তি নিদ্রিত হইয়াছে। যে কয়জন ব্যক্তি নিদ্রিত হয় নাই, তাহাদের এক একটিকে লইয়া অন্য একটি গৃহে রাখিয়া দিবে। কৃত্রিম নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিগণকে দণ্ডায়মান করিয়া, সম্মোহনের এক একটী করিয়া সমস্ত পরীক্ষা সম্পাদন করিবে। প্রথম প্রথম, যে সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্বে সম্মোহিত করিয়াছ, এইরূপ ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তিগণকে সম্মোহিত করিতে চেষ্টা করিবে। চেষ্টা করিলেই, বহু ব্যক্তিকে একত্র সম্মোহিত করিতে পারিবে।

দন্ত উত্তোলন—

সম্মোহিত করিয়া কি প্রকারে এক ব্যক্তির দন্ত উত্তোলন করিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। সম্মোহিতকে নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিবে যে, তাহার দন্তমূল অসাড় হইয়া গিয়াছে; যদ্যপি সেখানে কোন প্রকার অস্ত্র-চালনা করা হয়, তাহা হইলে সে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। তাহার পর ডাক্তারকে তাহার দন্ত উত্তোলন করিতে অনুমতি করিবে; এবং ডাক্তারের অস্ত্র-চালনা করিবার সময় বলিতে থাকিবে যে, "তোমার দন্তমূল অত্যন্ত অসাড় হইয়া গিয়াছে, তুমি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না"। তথাপি যদি রোগী যন্ত্রণা অনুভব করে দেখিতে

পাও, তাহা হইলে তুমি তাহার সেই বিশেষ-স্থানটীতে হস্ত স্থাপন করিয়া, উক্ত সংকল্প পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিবে। ডাক্তারের কার্য্য সমাপ্ত হইলে, রোগীকে আদেশ করিবে যে, সে জাগ্রত হইলে কোন প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিবে না। তাহার পর তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিবে। দন্ত হইতে যদি রক্তপাত হয়, তাহা কদাপি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে রক্তপাত কোন ক্রমেই অমঙ্গলের কারণ নহে; কেবল তাহার ক্ষতনিবারণের জন্য প্রয়োজনমত সংকল্প প্রকাশ করিবে। তা

সম্মোহিতের শরীরে কাঠিন্য উৎপাদন—

সম্মোহিতকে নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিতে থাক যে, তাহার সমস্ত শরীর পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া যাইতেছে; এবং তাহাকে দণ্ডায়মান করাইয়া মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পাদদেশ পর্য্যন্ত হস্ত-সঞ্চালন করিতে থাক। অনেক সময় হস্ত-সঞ্চালন না করিয়া, তোমার হস্ত দ্বারা সম্মোহিতের শরীর স্পর্শ করিলেও চলিতে পারে। তাহার পর দুইখানি চেয়ারের পশ্চাদ্দেশ, এক মানুষ ব্যবধান করিয়া স্থাপন করিবে; চেয়ারের উপর চাদর অথবা ধুতি ঝুলাইয়া রাখিবে। এবং সম্মোহিত ব্যক্তিকে ঐ দুইখানি চেয়ারের উপর শয়ন করাইবে। তাহার পর উক্ত সংকল্পটী পুনঃ পুনঃ প্রকাশপূর্ব্বক কয়েকবার হস্ত-সঞ্চালন করিবে, এবং নিকটস্থ দর্শক-মণ্ডলীকে সম্মোহিত ব্যক্তির উপর দণ্ডায়মান করাইয়া, সম্মোহিতের শারীরিক কাঠিন্য পরীক্ষা করাইবে। **সম্মোহনকারিগণ মনে রাখিবেন শয়ান**

অবস্থায় সম্মোহিতকে অধিকক্ষণ রাখা কোন ক্রমে যুক্তি-যুক্ত নহে।

যে ব্যক্তিকে তুমি সম্মোহিত করিয়া থাক, সেই ব্যক্তিকে অন্য কেহ সম্মোহিত না করে যদি এইরূপ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। সম্মোহিত ব্যক্তিকে নিদ্রাভিভূত করিয়া এই সংকল্প প্রকাশ করিবে যে, তাহার নিকট "১ক ২য় ২ড" এই বর্ণসমষ্টি উচ্চারণ করিবামাত্র সে ভবিষ্যতে সম্মোহিত হইবে; উক্ত বর্ণ-সমূহ উচ্চারণ না করিয়া, কেহ তাহাকে সম্মোহিত করিতে পারিবে না। কিন্তু এই প্রকার সংকল্প প্রকাশ করিয়া, কিছুকাল পর্য্যন্ত তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। চিরকাল ধরিয়া এই সংকল্প অনুসারে কার্য্য করা হইবে না। **বালককে কি করিয়া সম্মোহিত করা যায়**—বালকের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া তোমার সংকল্পগুলি প্রকাশ করিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংকল্প প্রকাশ দ্বারা যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটান যায়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা কঠিন। একটী সত্যমূলক গল্প দ্বারা এই বিষয়টী কথঞ্চিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করিব। দুইবন্ধু তাঁহাদিগের এক হিপ্নটিষ্ট বন্ধুর নিকট এক দিবস হিপ্‌নটিজম্ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। হিপ্নটিষ্ট বন্ধু তাঁহার এক পুরাতন সব্‌জেক্টকে হিপ্‌নটাইজ করিয়া, তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। তাঁহাদের কাহারও তাহাতে কিছুমাত্র বিশ্বাস হইল না। দর্শক বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রৌঢ় অপরটী যুবা। প্রৌঢ়-বন্ধু বলিলেন "দেখ ভাই, যদি আমাকে কখন হিপ্নটাইজ্ করিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব যে, তুমি কিছু শিখিয়াছ, নচেৎ আজ হইতে জানিলাম যে, তোমার সমস্ত বুজ্‌রুকি,—একটি পাকা রকমের জুয়াচুরি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।" যুবা-বন্ধু প্রৌঢ়-বন্ধুর কথায় সায় দিলেন। হিপ্নটিষ্ট অগত্যা এক দিন বন্ধুকে হিপ্নটাইজ্ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। দিন এবং সময় নির্দ্ধারিত করিবার জন্য যুবা-বন্ধুর উপর ভার পড়িল। যুবাবন্ধু বলিলেন, "আজ হইল রবিবার—আগামী রবিবার সন্ধ্যার সময়, বেশ হইতে পারে।"

নির্দ্দিষ্ট রবিবার প্রাতঃকালে হিপ্নটিষ্ট যুবা-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া বলিলেন, "কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিব, তাহা যদি তুমি করিতে পার, তাহা হইলে, আমি অনায়াসেই আমাদের বন্ধুকে হিপ্নটাইজ্ করিতে পারিব।" যুবা-বন্ধুর ইহাতে অসম্মত হইবার কোন কারণ ছিল না; সুতরাং তিনি হিপ্নটিষ্টের আদেশ পালনে স্বীকৃত হইলেন। বৈকাল বেলায় হিপ্নটিষ্ট, যুবাবন্ধুকে বাজার হইতে একটী নারিকেল এবং এক ছটাক মধু ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। তাহার পর ঐ নারিকেলের জলের সহিত মধু মিশাইতে বলিলেন এবং তাহা একটি শিশির ভিতর উত্তমরূপে ঝাঁকিয়া লইয়া, ছিপিবদ্ধ করিয়া, তাহার উপর সিল করিয়া দিলেন। শিশিটী যুবাবন্ধু তাঁহার কোটের পকেটে রাখিয়া দিলেন।

যথাসময়ে প্রৌঢ়বন্ধু হিপ্নটিষ্টের বৈঠকখানায় আসিয়া বন্ধুদ্বয়ের সহিত যোগদান করিলেন। প্রৌঢ়বন্ধু আসিবামাত্র হিপ্নটিষ্ট বলিলেন, আজ একটী জিনিস তোমাকে যে খাওয়াইব বলিয়া বাহির করিয়াছি, তাহা তুমি কখন খাওয়া দূরে থাক্, তাহার নাম পর্য্যন্ত (বোধ হয়) কখন শোন নাই। আমার পিতা যে চীনদেশে গিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই। তিনি আসিবার সময়, চীনদেশে প্রচলিত সাম্‌সু নামক একপ্রকার মদ্য, কয়েক বোতল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এরূপ সুমিষ্ট মদ্য পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না এবং ইহার গুণ এই যে, ইহার তিন চারি আউন্স খাইলে যেরূপ নেশা হয়, অন্য মদ্য

এক বোতল খাইলেও সেরূপ হয় না। পিতা ঠাকুরের বোতল হইতে আমি কয়েক আউন্স রাখিয়া দিয়াছিলাম। অদ্য আল্‌মায়রা পরিষ্কার করিতে করিতে, সেই শিশিটি দেখিতে পাইয়াছি।” প্রৌঢ়বন্ধুর একটু পানদোষ ছিল। মাতাল, মদ্যের নামে লাফাইয়া উঠিল। তিনি ‘সাম্‌স্থ’ ‘সাম্‌স্থ’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন হিপ্নটিষ্ট যুবা-বন্ধুকে দেখাইয়া বলিলেন, “তুমি, যাহাতে উহা না খাইতে পাও, সেই অভিপ্রায়ে যুবক তাহার পকেটে শিশিটি লুকাইয়া রাখিয়াছে।” তৎক্ষণাৎ যুবকের উপর জুলুম করিয়া, মদ্যপ শিশিটি অধিকার করিয়া লইল; এবং সীল খুলিয়া শিশি ধরিয়াই কয়েক আউন্স গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া, যুবক এবং হিপ্নটিষ্ট যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন, “কি করিতেছ—তোমার কি মরিবার ভয় নাই?” হাসিয়া প্রৌঢ়বন্ধু উত্তর করিলেন, ‘কৈ, এ ত মদ বলিয়াই বোধ হইতেছে না।’ হিপ্নটিষ্ট বলিলেন, ‘ঐ ত মজা! খাইবার সময় মদ বলিয়া বুঝিবার কিছু মাত্র উপায় নাই। নেশা হইলে ইহা মদ কি অন্য কিছু, তাহা তখন বেশ করিয়া বুঝিতে পারিবে’। প্রৌঢ়বন্ধু বাহিরে যাইতেছেন, অমনি পড়িয়া যাইলে তাহাকে ধরিবার ছল করিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হিপ্নটিষ্ট বাহিরে যাইলেন। প্রৌঢ়বন্ধু গরম হইয়াছে বলিয়া, যেমন গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিলেন, অমনি হিপ্নটিষ্ট ‘নেশার গরম’ বলিয়া তাহার মাথায় একশিশি গোলাপজল ঢালিয়া দিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারে হিপ্নটিজমের কথা তাঁহারা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রৌঢ়বন্ধুর মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি অনেক পরিমাণ হুইস্কি খাইয়া হজম করিয়াছি ; আর এত টুকু মদে আমার নেশা হইবে—না, কখনই হইতে পারে না। কিন্তু, কি জানি, এ যে সাম্‌হ্‌।" তার পর হিপ্নটিষ্ট এবং যুবক মাতালবন্ধুকে শীঘ্র শীঘ্র বাটী যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং মাতালের গাড়ীতে উঠিবার সময় যুবক বলিলেন, 'তোমার যেরূপ নেশা হইয়াছে, তাহাতে তুমি খুব সাবধানে টম্‌টম্‌ হাঁকাইও।' মাতালের সঙ্গে তাহার খানসামা আসিয়াছিল, সে ইহা শুনিয়া রাখিল। যাইতে যাইতে, রাস্তার একস্থানে আলো-আঁধারি বাধিয়াছিল, সেই স্থানে একটী খানায় গাড়ীখানি পড়িয়া গেল। খান্‌সামা বলিয়া উঠিল, "বাবুজী, আপ্‌কো বহুৎ নিশা হুয়া, রাস্‌ হাম্‌কো দে দিজিয়ে।" বাবু কলের পুতুলের ন্যায় লাগাম খানসামার হাতে ফেলিয়া দিলেন। বাটী পৌঁছিয়া ভাবিতে ভাবিতে, বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বাবুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, 'আজ বুঝি আবার মদ খাইয়া আসিয়াছ।' বাবুর নেশা ধরিয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত মদ খাইলে যেরূপ বোধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া সহস্রকার্য্য ত্যাগ করিয়া, মাতালবন্ধু সর্ব্বপ্রথমে হিপ্নটিষ্টবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যুবকবন্ধুও সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। মদ্যপ বলিতে লাগিলেন, "কাল ভাই আমার ভয়ানক নেশা হইয়াছিল। তোমার সাম্‌হ্‌তে যে বড় ভয়ানক

নেশা হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।" ইহা শুনিয়া হিপ্নটিষ্ট ও যুবক উভয়ে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মদ্যপ তাহাদিগকে হাসিতে দেখিয়া বলিলেন, 'তোমরা এত হাসিতেছ কেন, তাহা ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।' হিপ্নটিষ্ট উত্তর করিলেন, 'কল্য তোমাকে যাহা সাম্‌সু বলিয়া খাওয়ান হইয়াছে, তাহার কোনপ্রকার মাদকতা-শক্তি নাই।' মদ্যপ বলিলেন, "আমি এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহার যে যথেষ্ট মাদকতা-শক্তি আছে, এ বিষয়ে আমিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ"।

হিপ্নটিষ্ট বলিলেন—'তাহার মাদকতা শক্তি নাই, এ বিষয়ে এই যুবকই আমার সাক্ষী। তখন যুবক ব্যাপার সমস্ত মাতাল বন্ধুকে বুঝাইয়া বলিলেন। তথাপি ইহা মাতাল বন্ধু বিশ্বাস করিতে চাহেন না। সুতরাং শিশির অবশিষ্টাংশ সাম্‌সু আনা হইল এবং অন্য আর একটী শিশিতে হিপ্নটিষ্টের প্রদর্শিত উপায়ে, মদ্যপ স্বহস্তে, কিয়ৎ পরিমাণে সাম্‌সু প্রস্তুত করিলেন। বর্ণে এবং আস্বাদনে মিলিয়া যাওয়াতে, মদ্যপের আর অবিশ্বাস রহিল না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে আমার কি করিয়া অত নেশা হইয়াছিল?' হিপ্নটিষ্ট উত্তর করিলেন,"Suggestionএ তোমার নেশা হইয়াছিল। ইহাকেই Suggestive Science বা Hypnotism বলিয়া থাকে।

Hypnotism বা সম্মোহন কি জিনিস তাহা বুঝান গেল। কিন্তু সম্মোহিনী-শক্তি কি প্রকারে অর্জ্জন করা যাইতে পারে? **সম্মোহন কোন শক্তি বিশেষের দ্বারা সাধিত হয় না।**

ইহা কতকগুলি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে, কোন প্রকার শক্তি-বিশেষের সাহায্য লইয়া পূর্ব্ব বর্ণিত মদ্যপ বাবুটীর নিকট মদ্যের কল্পনা করা হয় নাই; কেবল মাত্র সংকল্প প্রকাশ করিয়া মাদকতার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কতকগুলি ব্যক্তি আত্ম-প্রধান করিবার নিমিত্ত সম্মোহনকে একটা ভয়ঙ্করী শক্তি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সম্মোহন-শিক্ষার প্রারম্ভে আমার এইরূপ দুই একটী ব্যক্তির সংসর্গে মিশিতে হইয়াছিল। সেই সকল ব্যক্তিগণের মতে বাহ্যিক শুদ্ধাচার প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন না করিলে, আমাদিগের ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ হয় না এবং ইচ্ছাশক্তি যোগ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, এক ভয়ঙ্করী শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। সেই শক্তি প্রাপ্ত হইলে, একজনকে সম্মোহিত করা ত তুচ্ছ কথা, অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ইচ্ছামাত্রে সম্পাদিত করা যাইতে পারে। এই প্রকার ইচ্ছা-শক্তি সংগ্রহের জন্য কত শত ব্যক্তি যে অন্ধভাবে ছুটিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। সত্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সম্মোহন করা যায়। কিন্তু এই ইচ্ছা-শক্তি ব্যাপারের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথিত সম্মোহন ব্যাপারের যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা আকস্মিক দুই একটী প্রমাণ পাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শুনা যায়, কেহ কেহ প্রাণপণ যত্ন করিয়া ইচ্ছা-শক্তি লাভ করিয়াছেন এবং সেই সকল ব্যক্তি তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা সাধারণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে

পারেন। দারুণ বৃষ্টি পড়িতেছে, কয়েকটী বন্ধু-পরিবেষ্টিত হইয়া কোন বিশেষ কার্য্যান্তরে যাইতে হইবে, অথচ বৃষ্টির জন্য যাইবার উপায় নাই; মনে মনে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিলেন—পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সুদূর মফঃস্বলে গিয়াছেন, অত্যন্ত মশকের উপদ্রবে রাত্রিতে নিদ্রার উপায় নাই; দশ মিনিট কাল ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিলেন—আর মশকের উপদ্রব নাই। এইরূপ জনৈক ইচ্ছা-শক্তিবান্ ব্যক্তির সহিত আমার একবার পরিচয় হইয়াছিল।

প্রথম কিয়দ্দিন এই প্রকার এত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রমাণ পাইতে লাগিলাম যে, তাহার ইচ্ছা-শক্তির উপর আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। এই প্রকার ঘটনাসমূহ সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল যে, তাহার বিবরণ কোন ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করাইতে পারিতাম না। কিন্তু জানি না, কি অসম্ভাবনীয় কারণে, তাঁহার সেই ইচ্ছাশক্তি শনৈঃ শনৈঃ বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারসমূহে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, মনে মনে কল্পনা করিতাম, বোধ হয় সম্পূর্ণ ভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিশেষ সাবধানের সহিত সেই সমস্ত ব্যাপারগুলির পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যাপার ইচ্ছামাত্রে সম্পাদিত হইত, এখন সেই সমস্ত ব্যাপারের জন্য অত্যন্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। সেই ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জনের পূর্ব্বে যাহা ইচ্ছা না করিতেন তাহাই সম্পাদিত হইত এবং

যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহা কিছুতেই সংজ্ঘটিত হইত না। কালক্রমে আবার তাঁহাকে পুনর্ম্মূষিক হইতে হইয়াছে। এখন যাহা ইচ্ছা না করেন তাহাই ঘটে এবং যাহার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা লাভ হয় না। অবশ্য, এই একটীমাত্র ব্যাপার হইতে, একটী সার্ব্বজনীন-সূত্র নির্ণয় করা যায় না। তথাপি আমার ইচ্ছা-শক্তি সম্বন্ধে যে প্রকার ধারণা হইয়াছে, তাহা অসঙ্কোচে নিম্নে প্রকাশ করিয়া দিলাম। যদি মনুষ্যের ইচ্ছা-শক্তি ভগবানের ইচ্ছার বিরোধী না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের ইচ্ছা-শক্তি কার্য্যকরী হইবে। মনে কর, আমি একটী বস্তু লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহ করিতেছি এবং যদি ভগবানের এমন ইচ্ছা হয় যে, আমার সেই বস্তু লাভ হউক তাহা হইলে আমার সেই বস্তুলাভের পথে কেহই বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। আর এক কথা, ইচ্ছা-শক্তি অযথা চালনা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, আমরা জানি না, কোন কার্য্যটী ভগবানের অভিপ্রেত হইবে এবং কোন্‌টী তাঁহার অভিপ্রেত হইবে না। তথাপি এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যদি কখন ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে নিজের জন্য না করিয়া পরোপকারের জন্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জগতের হিতার্থে যে ভগবান আমাদের ইচ্ছা-শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন, তদ্বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। ইচ্ছাশক্তি যাহাই হউক তাহার সম্মোহন-প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব-কথিত শরীর-বিজ্ঞানের এবং মনোবিজ্ঞানের নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট পথে

অগ্রসর হইলে, সম্মোহনে সিদ্ধি লাভ হয়। তজ্জন্য ইচ্ছা-শক্তির ব্যবহারের আবশ্যকতা কি ? অবশ্য, সম্মোহনের পরীক্ষাস্থলে কখন কখন ইচ্ছা-শক্তির ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু তাহা অনেক সময় অত্যন্ত অশান্তির কারণ হইয়া থাকে। সম্মোহনের পরীক্ষা শেষ হইবামাত্র, মনে মনে তখন এরূপ কষ্ট অনুভব হয় যে, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। এই শক্তির অপব্যবহার করা হইল অথচ কাহারও কোন প্রকার উপকার হইল না। কেবল মাত্র বাজি দেখাইবার জন্য, শক্তির অপচয় করা মূর্খতার কার্য্য। ইচ্ছা-শক্তির কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে চাহি। **অনন্যচিত্ত হইয়া কোন বিষয় মনোমধ্যে চিন্তা করিলে, একটী শক্তির সমাবেশ হয়; তাহাকেই ইচ্ছাশক্তি বলা হয়।** অনন্যচিত্ত হইতে হইলে, অভ্যাসের প্রয়োজন। প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া অভ্যাস করিতে হয়। যাঁহার চিত্ত অতি চঞ্চল, সেই ব্যক্তি দীপ-শিখার প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া অভ্যাস করিবেন। লক্ষ্য স্থির হইলে, অনন্য-চিত্ত সহজেই হইতে পারিবেন এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইবে। সদ্‌গুরু ব্যতীত চিত্তবৃত্তিনিরোধ করা কঠিন। শুনা যায়, পুস্তক পাঠে এই যোগ-ক্রিয়া সাধন করিতে যাইয়া অনেক ব্যক্তি কঠিনরোগাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, **সম্মোহন-ক্রিয়া করিলে, সম্মোহিতের অথবা সম্মোহন-কারীর কোন প্রকার অপকারের সম্ভাবনা আছে কি**

না? অনেক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, সম্মোহিত হইলে মানসিক দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে; কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রকার ব্যাধির সম্ভাবনা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। বরং তাঁহারা বলেন যে সম্মোহন করিয়া মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত ব্যক্তি নিরাময় হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে এক সম্মোহিতের মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইত এবং আপনি সারিয়া যাইত; কোন প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন হইত না। আবার অনেকগুলি সম্মোহিতকে দেখিয়াছি যে, তাহাদের কোন প্রকার রোগ আদৌ হয় নাই। এখন এই ব্যাপারগুলি হইতে একটী সার্ব্বজনীন সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। আমার বিশ্বাস যে, ভ্রমাত্মক পূর্ব্বসংস্কারহেতু সম্মোহিতগণ এই প্রকার রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং সেই সমস্ত রোগকে এক প্রকার মানসিক ব্যাধি ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। বোধ হয়, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করিলে, উক্ত সম্মোহিতগণ রোগ-মুক্ত হইতে পারেন। সম্মোহন অভ্যাস করা বিধেয় কি না, এই প্রশ্ন অনেক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন। অবশ্য, ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্যের বাধাপ্রদানকারী কোন কার্য্যই করা উচিত নহে। সম্মোহনে কোন সৎ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে কি না, বিচার করিলে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। সম্মোহন ক্রিয়া-বলে সম্মোহিতের অন্তরে সদ্ভাবরাজি সন্নিবেশিত করিয়া দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও সেই ভাবসহ তাহার হৃদয়ে যে শক্তিসঞ্চার

করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেই ভাবসমূহ বহুকাল-স্থায়ী হইবে কি না সন্দেহ। সম্মোহনের দ্বারা একব্যক্তির সিগারেট দোষ নষ্ট হইয়াছিল। এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত সে সিগারেট দেখিলে দূরে ফেলিয়া দিত এবং সিগারেটকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত, কিন্তু বৎসরান্তে কি জানি কি মন্ত্র শক্তিবলে সে ব্যক্তি পুনরায় সিগারেটসেবী হইয়াছে। আমাদের মনোমধ্যে সংকল্প-প্রকাশ-পূর্ব্বক যে একটী শক্তি বিকাশ করা যায়, সেই শক্তি বিপরীত-সংকল্প-বলে তিরোহিত হয়,—সেই বিপরীত সংকল্পই যে এই সমস্ত বিপরীত ফলের একমাত্র কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একদা কোন এক ধনী-সন্তান অসৎ সঙ্গে পড়েন এবং তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। তাঁহার একটি প্রধান আত্মীয় কোন সম্মোহনকারীর নিকট উপদিষ্ট হন যে, সম্মোহনশক্তি বলে তাঁহাকে অসৎ-সঙ্গ হইতে সৎ-সঙ্গে আনয়ন করা যাইতে পারে। সম্মোহন-কারী সম্মোহন-বলে ঐ ধনী-সন্তানকে অসৎ-সঙ্গ হইতে রক্ষা করেন এবং বলিয়া দেন যে, যত দিন সে ব্যক্তি তাঁহার সংকল্প অপেক্ষা অধিকশক্তিবান্ বিপরীত সংকল্প প্রাপ্ত না হইবে, তত দিন তাহার মন্দ সংসর্গে মিশিবার ইচ্ছা হইবে না ; সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্মোহন-ক্রিয়াবলে মনুষ্যের অন্তরে সদ্ভাবরাজি প্রভুত্ব বিকাশ করিতে পারে। মনুষ্যকে সৎপথে আনয়ন করা, সদ্ভাবসমূহের মনোমধ্যে আধিপত্য ব্যতীত অন্য

কোন উপায়ে হওয়া সম্ভবপর নহে! যখন মানুষ পাপের পথে নামিতেছে, তখন তাহার মনোমধ্যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে, তাহাকে সেই পথ ত্যাগ করান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। আর একটী ভদ্রসন্তান অসৎ সঙ্গে পড়িয়া যথেষ্ট অসদ্ভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা, শারীরিক যন্ত্রণাদান, সদুপদেশদান প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার উপর কোন ফল দর্শে নাই। অবশ্য, অনেক সময় উক্ত উপায়সমূহ দ্বারা যে ফল ফলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আর অন্য কারণ কিছুই নাই—কেবল মাত্র উক্ত উপায় সমূহে তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং যে ক্রিয়াবলে মনুষ্য মনোমধ্যে সদ্ভাবরাজিতে কিয়ৎকালের জন্যও আধিপত্য লাভ করাইতে পারে, সেই ক্রিয়া কোন প্রকারে মন্দ হইতে পারে না। শঙ্খবিষ কত প্রকার কঠিন ব্যাধি নিরাময় করিয়া জগতের কত উপকার সাধন করিতেছে, আবার সেই শঙ্খবিষ দ্বারা কত ব্যক্তি আত্মহত্যা সাধন করিয়া, অথবা কত গুপ্ত-হত্যা-কারীর সহায়তা করিয়া, জগতের শত শত অমঙ্গল আনয়ন করিতেছে। সম্মোহন ক্রিয়া-বলে যে প্রকার সদ্ভাবরাজি মনুষ্য-হৃদয়ে আধিপত্য লাভ করে, সেই প্রকার অসৎভাবরাজিও উক্ত শক্তি-বলে মনুষ্য-হৃদয়ে বিরাজিত হইতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি অসদিচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা যেন সম্মোহন শিক্ষা না করেন। যাঁহারা কেবল মাত্র জগতের উপকার করিবেন বলিয়া

সর্ব্বদা প্রস্তুত, কেবল মাত্র তাঁহাদেরই এই বিদ্যা শিক্ষা করা সঙ্গত। আবার যে সকল ব্যক্তি এই বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত অন্যোপায়ে জগতের অনেক উপকার করিতে পারেন, তাঁহারাও যেন এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করতঃ তাঁহাদের মঙ্গল-ময় কার্য্য হইতে বিরত না হন। সহজসাধ্য মঙ্গলময় কার্য্যসমূহ ত্যাগ করিয়া, দুঃসাধ্য সন্দেহ-পূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেতাত্মা আনয়নের বিষয় এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইল

প্রেতাত্মা আনয়ন সম্বন্ধে আমি যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, এবং যাহা দেখিয়াছি ও যাহা করিয়াছি, তাহার প্রতি পরীক্ষাতেই যে কোন একটি মৃত-ব্যক্তির আত্মা মিডিয়মের ভিতরে উপস্থিত হয়, তাহা আমার বিশ্বাস জন্মে নাই। স্বপ্নাবেশে এক ব্যক্তি তারকেশ্বরের নিকট শিকড় পাইল ; এই ব্যক্তি কি করিয়া পাইল ? নিশ্চয় কোন জড় শরীর তাহার নিকট উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অপর একটী আত্মা তাঁহার নিকট শিকড়টী দিয়া গিয়াছে, এই প্রকার ধ্রুব সত্যজ্ঞান করা ঠিক কি না, স্থির করা কঠিন। হয় ত নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মা, কোন বিশেষ উপায়ে উক্ত ঔষধের সংগ্রহ করিয়া থাকিবে। জীবের subliminal consciousness আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অনেক ভৌতিককার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, শুনা যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতদূর যাইতে পারে তাহার সাহায্য লইয়া, ভৌতিক ব্যাপারসমূহ উদ্ঘাটন করিতে অনেক প্রকার চেষ্টা হইতেছে। ভৌতিক ব্যাপারসমূহে এত প্রকার জুয়াচুরির সম্ভাবনা যে, সেই সমস্ত অনুভব করা এক প্রকার দুর্ঘট

ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক ব্যক্তি ভৌতিক ব্যাপার এত বিশ্বাস করেন যে, সে সম্বন্ধে কোন প্রকার জুয়াচুরি যে সম্ভব, তাহা মনে স্থান দিতে পারেন না, অথচ সাংসারিক কোন সত্য ঘটনার উল্লেখ করিলে, তাঁহারাই আবার নানাপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভৌতিক ব্যাপারসমূহ অত্যন্ত সাবধান হইয়া লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। কোন বিশেষ শব্দ শুনা গেল; কেবল ক্ষণিক শ্রবণের উপর বিশ্বাস না করিয়া, একটী ফনোগ্রাফে শব্দটী গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে সেই শব্দের পুনর্ব্বিকাশ করিয়া বিচার করা আবশ্যক। আলোক সম্বন্ধেও কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। অনেক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, মিডিয়মের কোন প্রকার ভণ্ডামি সম্ভবপর নহে। মিডিয়মের ভণ্ডামির সীমা নাই। কোন কোন ব্যক্তিকে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার জাগ্রত অবস্থায় সম্পাদন করিতে দেখা গিয়াছে যে, সে সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াও নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে। জগতে এইরূপ অনেক ব্যক্তি দেখা যায় যে, তাহারা স্বহস্তে ছুরিকা, সূচ প্রভৃতি বিদ্ধ করিতে বা স্বীয় হস্তে অগ্নিময় অঙ্গার স্থাপন করিতে কোন প্রকারে কুণ্ঠিত হয় না। এই সকল ব্যক্তির ঐ প্রকার ভোজবাজি দেখাইয়াই এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দানুভূতি হয়। অতএব যাঁহারা ভূত-বিদ্যা চর্চ্চা করিবেন, তাঁহারা অত্যন্ত সাবধানের সহিত এই সমস্ত মনুষ্য-ভূতকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। মুনিগণেরও মতিভ্রম ঘটে, আর আমাদের ত

দূরের কথা! ইয়ুরোপে যে বিদ্যাকে মেস্‌মেরিজাম্ বলিয়া থাকে, তাহাকে এই পুস্তকে ভৌতিকবিজ্ঞান বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইল। মেস্‌মার নামক একজন অধ্যাপক ইহার প্রথম গবেষণা করিয়াছিলেন বলিয়া, ইয়ুরোপে এই বিদ্যার উক্ত প্রকার নাম-করণ করা হইয়াছে। প্রেস্‌মারপ্রমুখ অধ্যাপকগণ, প্রেতাত্মা-আনয়ন-ব্যাপার যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহারও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। এই তথ্য নির্ণয়ের জন্য বিশেষ গবেষণা আবশ্যক।

আজকাল আমাদের দেশে অনেকেই মেসমেরিজাম্ শিক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছুক। কিন্তু শিক্ষা কেবল মাত্র দুই চারিটী পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইলে সম্পূর্ণ হয় না। মেস্‌মেরিজামের পরীক্ষা অতি সহজ; কিয়দ্দিন চেষ্টা করিলে, অনেকেই কৃতকার্য্য হইবেন; কিন্তু তাহাতে জগতের কোন উপকার হইবে না। যাহাতে মেস্‌মেরিজাম করিয়া জগতের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে তাহার সবিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মেস্‌মেরিজাম্ বিষয়ক একটী আশ্চর্য্য ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

পিতৃমাতৃহীন জনৈক ত্রিংশবর্ষীয় যুবক এই ঘটনার নায়ক। তাহার একটী ভ্রাতা ও একটী ভগ্নী ছিল তিনি একজন সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর নিকট কতদিন কি প্রকারে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহা সম্যক্ প্রকাশ পায় নাই। তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন। কাহার সহিত তিনি কথন আলাপ

করিতে যাইতেন না ; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিলে, সাদরসম্ভাষণে তাঁহাকে সবিশেষ আপ্যায়িত করিতেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয়, ক্রীড়া বা কৌতুক দর্শনে তাঁহার কখন কোন ঔৎসুক্য ছিল না। তিনি কোন পুস্তক পাঠে বা কোন গুপ্ত দেবকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার ভ্রাতা কিংবা ভগিনীকে কেহ কখন দেখিতে পাইত না। তিনি কদাচিৎ বাটীর বাহিরে যাইতেন। একদা রাত্রিকালে কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ বাটী হইতে তিনি অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। আসিবার কালীন একজন চোর, তাঁহার সোণার ঘড়ি লইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আক্রমণ করে। সাধকের মন্ত্রবলে চোরের হস্ত স্তম্ভিত হইল। সাধক বিনা বাক্যব্যয়ে চোরকে ছাড়িয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার ক্ষমতার বিষয় অনেক ব্যক্তি অবগত হইলেন। সেই ঘটনার পর হইতে তাঁহার নিকট বহু ব্যক্তি ভাগ্যগণনা করাইতে আসিতে লাগিলেন। তিনি কখন জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই ; কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত শক্তিবলে প্রত্যেক জীবনের অতীত ঘটনারাজি নির্ভুল করিয়া বলিতে পারিতেন। এক সময়ে একজন ধর্ম্মযাজক, তাঁহার নিকট ভাগ্যগণনা করাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মযাজকের হস্ত দেখিয়াই বলেন যে তিনি তাঁহার বিষয় কিছু বলিতে চাহেন না। কিন্তু ধর্ম্মযাজক বারংবার অনুরোধ করায় বলেন, “আপনি ধর্ম্মযাজকনামযোগ্য নহেন। আপনি অত্যন্ত

অসচ্চরিত্র—আপনার সমগ্র জীবন পাপে পরিপূর্ণ। আপনার পাপরাজির পার্থিব প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে।” এই কথাগুলি শুনিবামাত্র, যাজক মহাশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, “এই গুলি সমস্ত মিথ্যা কথা। তোমার কি আর জুয়াচুরি করিবার স্থান ছিল না?” সাধক এই উত্তর শুনিয়া, অবিকৃতমনে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে একখানি সংবাদপত্রে পাঠ করা গিয়াছিল যে, যাজক মহাশয় একটি বালিকার উপর পাশব বলাৎকার করিবার নিমিত্ত সাতবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই প্রকারে সাধক মহাশয়ের ভবিষ্যৎ-বাণী সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হইবার ফলে, সাধারণ্যে তিনি আরও সবিশেষ ভাবে পরিচিত হইতে লাগিলেন।

এক দিবস একজন বৈজ্ঞানিক, সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি তখন একখানি প্রাচীন পুঁথি পরীক্ষা করিতেছিলেন। বৈজ্ঞানিক, তাচ্ছিল্য করিয়া সেই পুঁথিখানি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তরে সাধক বলিলেন যে, কথায় কোন বিষয়ে বিশ্বাস জন্মান সম্ভবপর নহে। কিন্তু আপনি এই পুঁথি সম্বন্ধে কোন একটী পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন কি? বৈজ্ঞানিক অবশ্য পরীক্ষার জন্যই সাধকের নিকট আসিয়াছেন। তাঁহার আর প্রস্তুত না হইবার কোন কারণ ছিল না। পুঁথিখানি একস্থলে খুলিয়া সাধক বলিলেন, এইস্থলে

গ্রন্থকার এক প্রকার গুঁড়ার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই গুঁড়ায় অগ্নিসঞ্চার করিলে যে ধূম উৎপন্ন হইবে, সেই ধূমরাশির মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী নানাবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক, হাস্য করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সাধক দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া, আলমায়রা হইতে একটী পাত্রপূর্ণ এক প্রকার সাদা গুঁড়া বাহির করিলেন। টেবিলের একখানি ডিসের উপর চামচ্ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে গুঁড়া রাখিয়া দিলেন। তাহার পর বৈজ্ঞানিক মহাশয়কে ঐ গুঁড়ার সম্মুখীন হইয়া, একখানি আরাম-চৌকিতে উপবেশন করিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোন মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে ইচ্ছা করেন কি ? বৈজ্ঞানিক তাঁহার মৃত পিতাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন সাধক গুঁড়ায় অগ্নি-সংযোগ করিলেন।

বৈজ্ঞানিক, অগ্নি-সংযুক্ত গুঁড়ার ধূমের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সেই ধূম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সহসা যেন তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ ধূম হইতে নির্গত এক প্রকার সুন্দর গন্ধ তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সর্ব্বশরীর নিস্পন্দ হইয়া আসিল এবং তিনি আরাম-চৌকিতে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায়, দেখিতে পাইলেন যে, সেই ধূমরাশি গুঁড়ার ভিতর হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে এবং উপরদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত উত্থিত হইতেছে। ক্রমশঃ ধূমের বিস্তৃতি এবং উচ্চতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণপরে তিনি

সেই ধূমসাগরে নিমজ্জিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে ধূমময় পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ধূম-রাশির মধ্যে মরুভূমি, মরুভূমির প্রান্তরে উদ্যান, উদ্যানাভ্যন্তরে সুন্দর প্রাসাদ, প্রাসাদাভ্যন্তরে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ এবং প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে একখানি কোচের উপর উপবিষ্ট ঈপ্সিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। বৈজ্ঞানিক, স্তম্ভিত, ভীত ও চমৎকৃত হইয়া, সেই ব্যক্তির পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে কত সুখদুঃখের পুরাণ-কাহিনী বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির মুখে একটীও কথা নাই; নীরব—নিস্পন্দ। বহুক্ষণ পরে তিনি ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া, যেন অশরীরী ভাষায় বলিতে লাগিলেন, আমরা আর তোমাদের জগতের নহি—তোমাদের মত আমাদের সুখ-দুঃখ নাই। আমাদের সুখ-দুঃখ অন্যরূপ। ক্রম বিকাশের পথে ঊর্দ্ধে উঠিবার বাসনা ও চেষ্টার সহিত আমাদের সুখ-দুঃখ বিজড়িত। সংসারঘূর্ণীর মধ্যে ঘূর্ণায়মান অবস্থা হইতে যতদিন না বিপরীত-শক্তি-বলে বাহিরে আসিবার বাসনা এবং চেষ্টা হইবে, ততদিন তোমরা ঐহিক সুখ-দুঃখ-চক্রের হাত এড়াইতে পারিবে না। তুমি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় অধ্যাপক ও আবিষ্কর্ত্তা। কিন্তু বলিতে পার কি, তোমার বিজ্ঞান মনুষ্যহৃদয়ের একটীমাত্র অতি ক্ষুদ্রতরঙ্গের কার্য্যকারণ বিচার করিতে পারে? বিজ্ঞানের সীমা অতি অল্প; ইহা মানুষের একরূপ খেলা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন তোমরা যতটুকু বিজ্ঞান শিখিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছ, তাহা ভবিষ্যৎকালে যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয়

আবিষ্কৃত হইবে, তাহার তুলনায় কিছুই নহে। এক্ষণে, তার-সংযোগে আলোক, তাপ, যানাদি পরিচালিত হইতেছে ; ব্যজনী আপনি সঞ্চালিত হইতেছে ; বার্ত্তা দূরস্থ প্রেরিতের নিকট তীরসম মুহূর্ত্তমধ্যে প্রধাবিত হইতেছে এবং মনুষ্যের কত উপায়ে যে ঐহিক ভোগলালসার পরিবৃদ্ধি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এইগুলি মানুষের খেলা ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে পারি কি ? এক সময়ে বৈদ্যুতিক-বার্ত্তাবহ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সেই সময়ের মনুষ্যগণ কিছু অভাব অনুভব করিত কি ? প্রাচীনকালে বিদেশস্থ পুত্র মৃত্যুকালে পিতাকে দেখিতে পাইত না বলিয়া দুঃখ করিত এবং এক্ষণে বৈদ্যুতিক-বার্ত্তাবহ ও বাষ্পযানবলে পুত্র পিতার মৃত্যুকালে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র পিতাকে জীবিত দেখিয়া, অধিকক্ষণ জীবিত দেখিতে পাইল না বলিয়া দুঃখ করিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞান কি কোন উপায়ে তোমার পিতার মৃত্যুর জন্য দুঃখ নিবারণ করিতে পারিবেন, কিংবা তোমার বা তোমার পিতার ক্রমবিকাশের পথে তুলিয়া মায়ার বেড়ি কাটিবার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন ? মূর্খ মানুষ কেবল ঐহিক সুখ লইয়াই ব্যস্ত। প্রতিদিন দেখিতেছ যে, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী ; তথাপি কেন সেই ক্ষণস্থায়ীর জন্য এত সুখদুঃখের বিড়ম্বনা। আমি প্রত্যেক আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারি যে, আবিষ্কৃত বিষয়গুলি যদি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে মানুষের কিছুই আসিয়া যাইত না। সৃষ্টির প্রাক্কালে মানুষের

কল্পনা স্মরণ কর। যাহারা সভ্যতা ও বিজ্ঞানস্রোতে ভাসে নাই, তাহারা কি আমাদের ন্যায় সমান সুখীদুঃখী ছিল?—কিছুতেই নহে। তোমাদের প্রাচীন ইতিহাসবেত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, জানিতে পারিবে যে, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক সুখী ছিল। তোমরা বিদ্যা শিক্ষা কর সুখের জন্য—অর্থোপার্জ্জন কর সুখের জন্য—বিজ্ঞান-চর্চ্চা কর সুখের জন্য—আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা কর সুখের জন্য,—এক কথায় তোমাদের ঐহিক জীবন ঐহিক সুখের জন্য; কিন্তু যদি বিদ্যাশিক্ষায়, অর্থোপার্জ্জনে, বিজ্ঞানচর্চ্চায় সুখ না হয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যাশিক্ষায়, অর্থোপার্জ্জনে ও বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্রয়োজন কি? যদি তোমরা সভ্য হইয়া কষ্ট পাও, তাহা হইলে সভ্য হইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সেই প্রাচীন কালেও মানুষের দুঃখ ছিল—সেই দুঃখ বাসনাবিজড়িত। বাসনা হইতে সমস্ত ঐহিক দুঃখের সৃষ্টি হয়। যদি অবিচ্ছিন্ন সুখ চাও, তাহা হইলে বাসনা ত্যাগ কর। আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। আমরা পারলৌকিক জীবনেও নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারি নাই; এখানেও আমাদের কর্ম্ম আছে এবং সেই কর্ম্মের জন্য আমাদিগকে বহুদেশ পরিভ্রমণ করিতে হয়। আমরা কর্ম্মবশে ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতবর্ষের ন্যায় সুন্দরতম দেশ আর কোথাও দেখি নাই। ভারতভূমিতে

যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের ন্যায় সুখী ভূমণ্ডলে অন্যত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অবিচ্ছিন্ন সুখলাভের জন্য প্রাচীন ভারতবাসিগণ যে কি সুন্দর নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এক মুখে বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। কিন্তু তোমরা বিজ্ঞানের স্থূল-বুদ্ধিতে সেই সমস্ত নিয়মাবলীর উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তোমরা আপাতমনোরম দেখিলেই ভুলিয়া যাও—তোমাদের দূরদর্শন নাই। হউক তাঁহাদিগের শাস্ত্র কুসংস্কারপূর্ণ, হউক তাঁহাদিগের শাস্ত্র অসভ্যাচার-প্রবর্ত্তক, হউক। তাঁহাদের শাস্ত্র বিশ্বাসের অযোগ্য গল্পপূর্ণ, কিন্তু যদি সেই কুসংস্কারের মধ্যে, সেই অসভ্যতার অন্তরালে, সেই মিথ্যা গল্পরচনার নেপথ্যে, অবিচ্ছিন্ন সুখলাভের উপায় নিহিত থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত কুসংস্কার, অসভ্যতা মিথ্যা-গল্পরচনা গ্রহণ করা কি কর্ত্তব্য নহে? আর তোমাদের সত্যপূর্ণ সুসভ্য কুসংস্কারবিহীন বিজ্ঞান-শাস্ত্র যদি কেবল মাত্র আপাতসুখের কারণ হয়, তাহা হইলে সেই বিজ্ঞানের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তোমরা সুসভ্য হইয়া কুসংস্কারসমূহ পরিহার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাক। কিন্তু বল দেখি, কুসংস্কার একেবারে পরিত্যাগ করা কখন কি সম্ভবপর হইতে পারে? যিনি কুসংস্কার একেবারে পরিহার করা যাইতে পারে বিশ্বাস করেন, তাঁহার ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোক জগতে অতি বিরল। কারণ, সভ্যতার কুসংস্কার আছে, সুসভ্যতারও কুসংস্কার আছে, এমন কি কুসংস্কারের পরিহার-চেষ্টাও একটী কুসংস্কার ভিন্ন অন্য

কিছুই নহে। অনেক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদিগের শাস্ত্রসমূহের ব্যাপার, সৃষ্টির প্রথম হইতে অধিকাংশ জাতি অবগত ছিলেন। যেমন, রোমক কিংবা গ্রীকগণের মধ্যে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় প্রথাসমূহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু রোমকজাতি ক্রমশঃ সুসভ্য হইয়া, সেই কুপ্রথাসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষীয়গণ তাহাদিগের দেশের এক প্রকার নিস্তেজ মৃত্তিকা-জল-বায়ুর গুণে যে প্রকার অসভ্য ছিল, সেই প্রকার অসভ্যই রহিয়া গিয়াছে। মৃত্তিকা-জল-বায়ুর উপর সুসভ্যতা অসভ্যতা নির্ণয় করবার ন্যায় মূর্খতা আর কি হইতে পারে? যদি ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিত, তাহা হইলে খৃষ্টীয় মিশন হইতে অতি অসভ্য দেশ-বাসিগণও সভ্যতার আলোকে আনীত হইতে পারিত না। অনেকে বলেন, হিন্দু, রোমক প্রভৃতি জাতি প্রাচীনকালে বহুকাল একত্র বাস করিয়া, পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নানাবিধ বিষয় যে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা যে কিয়দংশে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু হিন্দু-গণের বেদবিষয়ক আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বেদশাস্ত্র এত প্রাচীন যে, খৃষ্টানদিগের বাইবেল হইতে সৃষ্টির যে সময় নির্ণয় করা যায়, তাহার বহুপূর্ব্বে যে ঐ সমস্ত হিন্দুদিগের অমূল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং হিন্দুদিগের নিকট অন্যান্য জাতির অধিকাংশ বিষয় শিক্ষা পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। রোমজাতির ন্যায় হিন্দুগণ কেন সভ্য হইতে পারিলেন

না, সেই প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুগণ অবিচ্ছিন্ন সুখলাভের উপায় আবিষ্কারপূর্ব্বক এইরূপভাবে যে সমস্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে এবং কতদিন পর্য্যন্ত যে প্রচলিত থাকিবে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তোমাদের সৃষ্টির ধারণার পূর্ব্ব সময় হইতে, প্রকাণ্ড বেদগ্রন্থসমূহ শ্রুতিতে নির্ভুল করিয়া বর্ত্তমান সময়ে পর্য্যন্ত রক্ষা করা এবং প্রাচীনকালে যে সমস্ত শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, সেই সমস্ত শাস্ত্রকে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলন রাখা কি একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? টুয়েল্‌ভ টেবেলস্‌ এবং মনুস্মৃতি দুইখানি প্রাচীন আইন গ্রন্থ। বহুকালপূর্ব্বে টুয়েল্‌ভ টেবেলস্‌ লিখিত আইনসমূহ অপ্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু মনুস্মৃতির অধিকাংশ নিয়ম এখনও অক্ষুণ্ণভাবে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কেবল মনুস্মৃতি নহে, হিন্দুদিগের সমস্ত গ্রন্থ-সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে অধিকাংশ জাতিগণের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে পাঠ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইত না। হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ আমার বোধ হয় যে, সকল ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত রচনাবলীর মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সেই সমস্ত বচন অবজ্ঞা করিতে পারেন এই ভয়ে, উক্ত প্রকার প্রথা আর্য্যগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অবশ্য, এই সকল প্রবর্ত্তন যে তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু রোমকশাস্ত্রসমূহ প্লিবিয়নগণের মধ্যে

প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পর হইতেই, তাহারা প্যাট্রিসিয়ান-গণের সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত সম্যক্ চেষ্টা করিতে লাগিল। তজ্জন্য নানাবিধ অন্তর্বিগ্রহ উপস্থিত হইয়া, রোমকজাতির মধ্যে রাজাপ্রজাসম্বন্ধ লইয়া ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে কখন রাজবিদ্রোহ হয় নাই, এ-কথা আমি বলি না। রাজা যখনই রাজধর্ম্ম সম্যকরূপে পালন করিতে বিরত হইতেন, তখনই রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। মৃচ্ছকটিকনাটকে এইরূপ রাজবিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু যদি কোন শূদ্র উপযুক্ত হইত, তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রালোচনা করিতে দিতেন। তপস্যাবলে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতবাসিগণ আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথে পাশ্চাত্য জাতিগণ অপেক্ষা যে অনেক উচ্চে অবস্থিত ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমার সময় সংক্ষেপ বলিয়া, আমি অবান্তর বিষয় আলোচনা না করিয়া তোমার শিক্ষাপ্রদ কয়েকটী কথা উল্লেখ করত প্রত্যাবর্ত্তন করিব। জ্ঞান বৃদ্ধি কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু অন্তরের ভক্তি হারাইও না। ভাব দেখি, তুমি আজ যে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞানবলে প্রমাণ করিতে পারিতেছ, সেইগুলি কি তোমার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বৈজ্ঞানিকগণ ধারণায় আনিতে পারিয়াছিলেন? সুতরাং তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের সময়ে অহংজ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের প্রমাণিত বিষয়গুলি ব্যতীত

অন্য কিছু যে সম্ভবপর হইতে পারে বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা ন্যায়ের চক্ষে অন্যায় কাজ করিতেন না? অতএব তুমি আজ কয়েকটী মাত্র বিষয় আবিষ্কার করিয়া, অহংজ্ঞানে মত্ত হইও না। মনে রাখিও, তুমি যতই কেন না আবিষ্কার কর, তথাপি তুমি অসীম জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে বালুকা-কণা গণনা করিয়াছ মাত্র। মনে রাখিও, জীবন অল্প—জ্ঞান অনন্ত—পরীক্ষা বিফল—সময় বিশ্বাসঘাতক—বিচার কঠিন। মনে রাখিও যে, তুমি যাহা বুঝিতে পার না, বা করিতে পার না, তাই বলিয়া যে তাহা অসম্ভব হইবে, তাহা নহে। যে সমস্ত কার্য্য দ্বারা জগতের উপকার সম্ভব, সেই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিও না। কারণ, জগতের মঙ্গলকামনায় কার্য্য করিলে, তোমার স্বীয় মঙ্গল সাধিত হইবে। তুমি জগতের একজন। শেষ কথা, বাসনামুক্ত হইতে চেষ্টা করিও।

* * * * *

বৈজ্ঞানিক আর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিকে ধূমরাশির মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন মূর্ত্তি আর তাঁহার সম্মুখে নাই। ক্রমে ক্রমে ধূমরাশি অপসারিত হইতে লাগিল। তিনি যেন তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, আর কিছুমাত্র ধূম নাই; কেবল মাত্র সাধক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সাধক জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আপনার বোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রে এইবার কিছু বিশ্বাস জন্মিয়া থাকিবে।" বৈজ্ঞানিক উত্তর করিলেন, "আমি এই সমস্ত ব্যাপার বিশ্বাস করি না। কেবল আপনার ক্ষমতা, যাদুকরের ক্ষমতার ন্যায় বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতেছে। মৃত পিতার দর্শন ও আমার নিদ্রাকর্ষণ এক প্রকার আপনার যাদুকরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আর নিদ্রাবস্থায় যে সমস্ত স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেইগুলি কেবল স্বপ্ন মাত্র। স্বপ্নের সত্যতা আমি স্বীকার করি না।" সাধক উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, আপনার কোন স্বপ্নই কখন সত্যে পরিণত হয় নাই ?"

বৈজ্ঞানিক। তাহা অবশ্য অনেক সময় হইয়াছে। কিন্তু সেইগুলি দৈবঘটিত সম্মিলনমাত্র। তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করি না।

সাধক। আপনার আবিষ্কৃত বিষয়গুলির কি কার্য্য-কারণ স্থির করিতে পারিয়াছেন ?

বৈজ্ঞানিক। নিশ্চয়ই পারিয়াছি।

সাধক। আমাকে একদিন আপনার পরীক্ষাগারে (Laboratory) প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন কি ? আপনার দুই একটী পরীক্ষার কার্য্য-কারণ বিচার করিয়া, মনোবিজ্ঞানের কয়েকটী তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈজ্ঞানিক। আপনি যে কোন দিন আসিতে পারেন।

* * * * *

একদিন রাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি, ঝড়, অশনিপাতে সহরবাসিগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে, সাধক তাঁহার দীর্ঘ গাত্রাবরণী পরিধান করিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। সাধক কোন্ সময়ে কোথায় গমন করিতেন, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। ধীরে ধীরে সহরের প্রান্তে একটী বাটীর দরজায় শব্দ করিলে, একটী চাকর আসিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিল। সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৈজ্ঞানিক মহাশয় কি বাটীতে আছেন?"

চাকর। তিনি গতরাত্রে পরীক্ষাগারে গমন করিয়াছেন। এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

সাধক। পরীক্ষাগার কত দূর?

চাকর। নিকটেই।

সাধক। আমার সঙ্গে পরীক্ষাগার পর্য্যন্ত আইস।

উভয়েই পরীক্ষাগার অভিমুখে গমন করিলেন। একটী ত্রিতল বাটী, তাহাতে ভূতের উপদ্রবসম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ ছিল। কেহই সেই জন্য সেই বাটীতে গমন করিত না; সুতরাং অত্যন্ত নির্জ্জন স্থান বলিয়া, বৈজ্ঞানিক সেই স্থানটীতেই তাঁহার পরীক্ষাগার নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক সেই বাটীর ত্রিতল গৃহের ছাদে ধাতু-নির্ম্মিত পৃথিবী ও আবিষ্কৃত গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান-সূচক ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গত রাত্রিতে বৈজ্ঞানিক মহাশয়, ঐ সমস্ত যন্ত্র লইয়া কোন একটী পরীক্ষা

করিতেছিলেন। সহসা বজ্রাঘাতে সেইখানে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েন। ব্যাপার দেখিয়া, সাধকের আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি চাকরটীকে বিদায় প্রদান করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাধক বাটী আসিয়া, ভ্রাতাকে সঙ্গীত আলাপনে নিযুক্ত দেখিবেন আশা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কি জানি কোন কারণ বশতঃ তাহাকে সেইরূপ কলাবিদ্যার অনুশীলনে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন, সে একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেছিল। সাধককে দেখিবামাত্র ভ্রাতা বলিয়া উঠিল, "তোমার বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। তুমি আমাকে ও আমার ভগ্নীকে তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সব্‌জেক্ট করিয়া রাখিয়াছ। তুমি আমাদের গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করিতে কখন দিবে না—পৃথিবীর কিছুই জানিতে দিবে না—ঐহিক অথবা পারলৌকিক উন্নতি সাধন করিতে দিবে না—এই অভিপ্রায়ে তুমি আমাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, পাষণ্ড—তোমার হৃদয়ে উচ্চভাব স্থান পায় না।" সাধক এই সমস্ত কথা শুনিয়া, কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি কি যেন কি চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ ; আমি অসৎ-প্রকৃতির লোক নহি। আমি তোমার কিংবা তোমার ভগ্নীর ভাল ব্যতীত মন্দ কখন করি নাই। তুমি এবং তোমার ভগ্নীকে প্রথমে যখন অসহায় অবস্থায় পার্ব্বত্যদেশে প্রাপ্ত হই, তখন তোমাদের বয়স অত্যন্ত অল্প। বোধ হয়, আমি তোমাদিগকে

আশ্রয় না দিলে, তোমরা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, বাল্যকাল হইতে সৎ-সংকল্প-প্রদানে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছি। ক্রমে ক্রমে আমার সংকল্প কার্য্যকরী হইতে লাগিল। আমাকে স্বার্থপর মনে ভাবিও না। তোমাদিগকে কেবলমাত্র আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্মোহিত করিতাম না। তোমাদিগের হৃদয়ে সদ্ভাব-রাজির বীজ বপন করাও আমার একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; এবং সেই উদ্দেশ্য আমার বিফল হয় নাই। আর আমার যে সমস্ত কাজ মনে করিয়া আমাকে স্বার্থপর মনে করিতেছ, সেই কাজ আমার নহে; সেই কাজ সমস্ত জগতের। আধ্যাত্মিক-দর্শনের চর্চ্চা করিয়া, একটী শক্তির উপর জগতে যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় নির্ভর করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। আমার বিশ্বাস—স্বর্গ নরক বলিয়া কিছুই নাই। প্রাকৃতিক-শক্তি-বলে জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সেই প্রাকৃতিকী শক্তি, প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে; এবং মনুষ্য ইচ্ছানুসারে সেই শক্তি দ্বারা নিজের জগৎ নিজে সৃজন করিয়া থাকেন। আমার স্বীয় শক্তির উপর এই প্রকার বিশ্বাস আছে; আমি ইচ্ছামাত্রে যে কতদূর পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ, তাহা দেখিলে "তুমি আমাকে ঈশ্বর না বলিয়া থাকিতে পারিবে না।"

ইহা বলিতে বলিতে সাধক বালকের উপর শক্তি সঞ্চালন করিতেছিলেন এবং বালক সম্মোহিত হইয়া সাধকের পদতলে মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িল। সাধক এই ব্যাপার দেখিতে একেবারে উপরতালার ঘরের দিকে গমন করিলেন। বালিকা নিদ্রিতা ছিল। তাহার সম্মুখে আসিয়া, সাধক হস্ত-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকার নাসিকা হইতে দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আসিয়াছ?" উত্তর হইল "আসিয়াছি।"

সাধক। এই সহরের যে একটী বৈজ্ঞানিক গতকল্য মারা গিয়াছেন, তাঁহার কোন সংবাদ দিতে পার কি?

বালিকা। সেই সংবাদ দিবার সময় আমার নাই?

সাধক। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, যে তুমি আমাকে এই সংবাদ না দিয়া যাইতে পারিবে না।

বালিকা। আমি অদ্য আপনার আদেশ পালন করিতে বাধ্য নহি।

সাধক। আচ্ছা আমি তোমাকে বাধ্য করিতে পারি কি না দেখ।

এই বলিয়া সাধক প্রাণায়াম করিতে করিতে বালিকার চক্ষের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর হইল, "আমি চলিলাম।" সাধক কখন ভাবিতেন না যে, তাঁহার অপেক্ষা অধিক শক্তিবান্ কেহ থাকিতে পারেন। তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহার ক্ষমতার উপর বলপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার অল্পক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি আসিয়াছ?"

উত্তর হইল, “আসিয়াছি বটে, কিন্তু এখনই আবার চলিলাম।” সাধক, পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু আর কোন উত্তর হইল না। সাধক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “কে ইহাকে আমার কবল হইতে লইয়া গেল? ভগবান্ না সয়তান? আমার চিরদিনের বশীভূত ক্রীতদাসকে কে আজ আমার বশ হইতে উদ্ধার করিল? পৃথিবীর, নক্ষত্রলোকের যাবতীয় তথ্য একবার মাত্র আদেশ করিয়া, যাহার দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি, অদ্য শতবার আদেশ সত্ত্বেও তুচ্ছ একজন বৈজ্ঞানিকের বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক, যে হও তুমি—ভগবান্ বা সয়তান—আমি, পুনরায় তাহা দ্বারা আদেশ পালন করাইবার চেষ্টা করিব।” কিন্তু সাধকের শক্তি-সমূহ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তখন সে বলিয়া উঠিল “এতক্ষণে ভগবান্ একজন আছেন। তাঁহার অনন্ত শক্তি। আমি তাঁহার নিকট তুচ্ছ কীটাণুকীট। আমার সমস্ত শক্তি তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছে। আমার অস্তিত্ব লোপ পাইতে চলিল। হে মৃত্যু! যদি কেহ থাক, আমাকে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলাইয়া দাও। হে ভগবন্! আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমার আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না; আমার বিনাশ সাধন কর—আমার অস্তিত্ব লোপ কর।” তাঁহার স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল—তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উদ্গীরণ হইতে লাগিল এবং কি যেন এক অদ্ভুত শক্তি তাঁহাকে চেয়ারের উপর হইতে মেজেতে ফেলিয়া দিল। বালিকার উপর অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চালন করিবার নিমিত্ত, সাধক এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

বালক মূর্চ্ছিত অবস্থায় একটী স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, একজন দেবতুল্য পুরুষ যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন,—“আজ তোমার সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়াছে—তুমি জাগো।” বালক জাগিয়া উঠিলেন,—কিছুই বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যেন সম্মোহিত হইয়াছেন,—এই প্রকার বোধ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে স্থির হইয়া সাধককে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বালিকার গৃহে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া, মনের মধ্যে দারুণ সন্দেহ হওয়ায়, অস্থির হইয়া পড়িলেন। “দাদা” —“দাদা” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ ডাকিবার পর উত্তর হইল—“তুমি কে? আমি তোমাকে চিনিতে পারি না।” “আমি তোমার ভাই, আমাকে তুমি চিনিতে পারিলে না?” কোনই উত্তর হইল না। বালক তাঁহার রক্তাদি ধৌত করিয়া পার্শ্বের গৃহে শয়ন করাইয়া দিলেন। তাহার পর বালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, বালিকা আর জীবিতা নাই। বালক শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। * * শীঘ্রই বালক জানিতে পারিলেন যে, সাধক ভয়ানক পাগল হইয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়া কিছুতেই তাঁহার পাগলামি আরোগ্য হইল না। সকলে বলিতে লাগিল, ভূত নামাইবার জন্য কোন দুষ্ট ভূত তাঁহাকে পাগল করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেসমেরিজামের পরীক্ষায় বহু বিপদ আসিতে পারে। সুতরাং পাঠকগণ অতি সাবধানে এইরূপ পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে কিছু না লিখিলে, মোহিনীবিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া, এই পরিচ্ছদে মোহিনী বিদ্যার চিকিৎসাবিষয় বর্ণিত হইল। সমস্ত পাশ্চাত্য-দর্শনে অনুনান-বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন্ ঔষধে কোন রোগের উপকার হয়, সুতরাং অনুমান-শক্তিবলে সেই রোগের সমজাতীয় রোগসমূহে ঐ ঔষধ ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করিয়া ফললাভ হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র অনুমানশক্তির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। পরীক্ষা আবশ্যক। বহু পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত-নির্ণয় করিলে, সেই সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয় হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক আয়ুর্ব্বেদে পরীক্ষা অপেক্ষা অনুমান-শক্তির ব্যবহার অধিক হওয়ায়, অনেক সময় পাশ্চাত্য-গ্রন্থকারগণের পুস্তকগুলি শিক্ষোপযোগী না হইয়া, হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য জ্বরে জলপড়া উপকারী হইয়াছে বলিয়া, ক্ষয়-রোগে জলপড়া ফলদায়ক বিবেচনা করা মূর্খতার কার্য্য। পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক বৈদ্যগণ কোন একটী বিশেষ অনুমানের উপর, তাহাদের সমস্ত চিকিৎসা-বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। একজন মার্কিণ অধ্যাপক লিখিয়াছেন যে, রক্ত-দুষ্টি ঘটিলে, সমস্ত রোগের উৎপত্তি হইয়া

থাকে ; সুতরাং যে রোগই হউক না কেন, রক্ত-দুষ্টির চিকিৎসা করিলে, সেই রোগের শান্তি হইবে। অপর একজন লিখিয়াছেন যে, কোষ্ঠ শুদ্ধি না হওয়ায়, যাবতীয় ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে ; সুতরাং যে কোন প্রকার ব্যাধি হউক না কেন, কোষ্ঠ শুদ্ধির চিকিৎসা করাইলে, সমস্ত রোগের শান্তি হইবে। কোন ব্যাধি শরীরে জন্মিলে, সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই কিছু না কিছু পরিমাণে যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, নিমোনিয়া রোগ কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য অনুমান করা, বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আরও তাঁহারা বলেন, স্বভাবজাত শক্তি-বলে সমস্ত রোগ নিরাময় হয়। সুতরাং হস্ত-সঞ্চালন, জলপড়া, আলোক-বিকীরণ ইত্যাদি স্বাভাবিক উপায়ে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবশ্য সমস্ত রোগ প্রাকৃতিক-শক্তি বলে নিরাময় হয় বটে ; কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদীয় বা হাকিমী চিকিৎসকগণ প্রাকৃতিক-শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন কি ? তাঁহা-দিগের ব্যবহৃত কুইনাইন, অ্যাকোনাইট, গুলঞ্চ প্রভৃতি কি প্রকৃতিজ নহে ? জল যেরূপ স্বভাবজাত গুলঞ্চও সেইরূপ স্বভাব-জাত ; সুতরাং প্রাকৃতিক-শক্তি বলিতে জলপড়া, হস্ত-সঞ্চালন প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র বিষয় বুঝায় না।

ইচ্ছা-শক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা সংকল্প-প্রকাশে কতদূর চিকিৎসাবিজ্ঞানের কার্য্য করিতে পারি, তাহা নির্ণয় করা যাউক।

মনের ক্ষমতা মনের উপর ব্যতীত, স্থূল শরীরের উপর কার্য্যকরী হওয়া সহজ নহে ; সুতরাং আমাদের মানসিক সংকল্প দ্বারা কোন ব্যক্তির মানসিক ব্যাধি নিরাময় হইতে পারে বটে ; কিন্তু শারীরিক ব্যাধি নিরাময় করিতে সেই সংকল্পের ক্ষমতা কতদূর সম্ভব তাহাই বিচার্য্য। মনে কর, একটী ক্ষত হইয়াছে এবং সেই ক্ষতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছে। এখন যদি রোগীকে কোন উপায়ে অন্যমনস্ক করাইয়া, যন্ত্রণার ক্ষণিক শান্তি করা যায়, তাহা হইলে তাহার ক্ষত নিরাময় হইবে না বটে ; কিন্তু রোগী শান্ত হইবে ও সেই শান্ত অবস্থায় প্রাকৃতিক-শক্তি অধিকতর কার্য্যকরী হইয়া সত্বর রোগীকে নিরাময় করিতে পারিবে। এই ক্ষণিক যন্ত্রণা নিবারণ, সংকল্প-প্রকাশ দ্বারা করা যাইতে পারে। এবং ক্ষত নিরাময়ের জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষত যাহাতে দুষ্ট না হয়, তাহার বিশেষ যত্ন করিয়া প্রকৃতির উপর ফেলিয়া রাখিলে ক্ষত নিরাময় হইবে। অনেক সময় রোগী অনেক ঔষধ খাইয়া কোন প্রকার ফল পান নাই ; সহসা একজন আধ্যাত্মিক বৈদ্য আসিয়া, তাহার আশু ফল দেখাইলেন। এই প্রকার একটী রোগীর নিকট কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া, সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে বিবেচনা করা উচিত নহে। হয় ত, রোগী আধ্যাত্মিক বৈদ্য আসিবার পূর্ব্বে যে সমস্ত ঔষধি সেবন করিয়াছিলেন, তাহার ফল পাইবার সময়ই আধ্যাত্মিক বৈদ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং পরীক্ষা ব্যতীত কোন একটী বিশেষ চিকিৎসা বিধান প্রকাশ করা কর্ত্তব্য

নহে। আধ্যাত্মিক-চিকিৎসাসম্বন্ধীয় পাশ্চাত্য পুস্তক সমূহ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এখন পর্য্যন্ত ইহা সর্ব্বপ্রকার রোগে চলিতে পারে না। মানসিক ব্যাধি সমূহে যে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি মহাত্মগণ আশ্চর্য্য-জনক-উপায়ে যে অনেক রোগ নিরাময় করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যাপারের সত্য নির্ণয়ার্থ অনেক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া কেবলমাত্র অনুমানের উপর নিজের স্বতঃ-কল্পিত মতের প্রকাশ করিয়া থাকেন। একটী সত্য অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহার সত্যতা-সম্বন্ধে পরীক্ষাদ্বারা কৃত-নিশ্চয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক বৈদ্যগণের সেই পরীক্ষা সম্পাদনের আগ্রহ কোথায়? মতপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, যদি সমস্ত জীবন কেহ এই বিষয়ে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে এই গুহ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ তত্ত্ব পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। যাঁহারা কোন প্রকার চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যদি আধ্যাত্মিক চিকিৎসার তথ্য সকল সংগ্রহ করিতে পারেন, এবং তাঁহাদিগের রোগীগণের নিকট সেইগুলি পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি প্রমাণিত হইতে পারে। কারণ, যাঁহারা চিকিৎসক নহেন, তাঁহাদিগের রোগী পাওয়া দুষ্কর এবং রোগী ভিন্ন পরীক্ষা হয় না। ইচ্ছা-শক্তি-বলে যে সমস্ত রোগ নিরাময় হয়, তৎসম্বন্ধে পৌরাণিক প্রসঙ্গে অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা-শক্তি লাভ হইবে কিরূপে? ভগবানের ইচ্ছা ও মানুষের

ইচ্ছা সমত্ব প্রাপ্ত না হইলে, মানুষের ইচ্ছা পরিপূরিত হয় না; সুতরাং ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত না হইলে, ইচ্ছা-শক্তির সম্পূর্ণত্ব লাভ একেবারে অসম্ভব বলা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা ঈশ্বরত্ব লাভ না করিয়া, ঐশ্বরিক গুণের আকাঙ্ক্ষা করিলে তাহাতে সাফল্য লাভ করা যাইবে না! মানুষ যদি ইচ্ছা-শক্তি লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে ভগবৎসাধনা করিতে হইবে। জড়ের সাধনা করিয়া, ইচ্ছা-শক্তির লাভ করা যায় না। আর্য্য-ঋষিগণ যে সমস্ত অদ্ভুত শক্তি-বলে জগতের শত শত মঙ্গল সাধন করিতেন, সে কেবল তাঁহারা ভগবৎসাধনা করিয়া সেই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পারিতেন, নচেৎ সম্ভবপর হইত না। কিন্তু আমরা সেই সমস্ত শক্তি-লাভের প্রকৃত পথে গমন না করিয়া, বিনাশশক্তিতে সেই প্রকার শক্তিসম্ভূত কার্য্য সমূহ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অনেক আধ্যাত্মিক বৈদ্য বলিয়া থাকেন যে, প্রচলিত ঔষধসমূহের কোন ক্ষমতা নাই, তাহারা কেবলমাত্র স্বভাব-শক্তিকে উত্তেজিত করে মাত্র। এই প্রসঙ্গের সহিত তাঁহারা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন, কোন ব্যক্তিকে বহুচিকিৎসক-পরিত্যক্ত হইয়াও কোন ভয়ঙ্কর রোগ হইতে আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয়ে আরোগ্য-লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ ব্যাপারও শুনা যায়, আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় কোন প্রকার ফল না পাইয়া, রোগী এইরূপ কোন এক ঔষধ প্রাপ্ত হইল যে, দ্রব্যগুণে সেই ব্যক্তি সহজেই তাহার ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিল। যদি যথার্থ ঔষধ নির্ণীত হয়, তাহা

হইলে নিশ্চয়ই তদ্দ্বারা রোগ নিরাময় হইবে। ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি যে, ঐ ঔষধের মধ্যে সন্নিবেশিত ; সুতরাং সেই ইচ্ছাশক্তি স্বভাব-শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বভাব-শক্তিকে অধিকতর কার্য্যকরী করিয়া তুলে। ঔষধের একেবারে কোন শক্তি নাই বলা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, ঔষধের যদি কোন প্রকার শক্তি নাই, তাহা হইলে স্বভাবশক্তি ঔষধের সাহায্য না লইয়া কোন কার্য্যকরী হয় না কেন? ঔষধের কোন শক্তি আছে কি না, পরীক্ষা না করিয়া, ঔষধ শক্তিহীন বলিয়া উপেক্ষা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

উপসংহার

মোহিনী বিদ্যা পাঠে পাঠকগণ সম্মোহন ও ভৌতিকবিজ্ঞান-সম্বন্ধে যাহাতে ভ্রমে পতিত না হয়েন, সেইজন্য দুই একটী কথা লিখিয়া মোহিনী বিদ্যার উপসংহার করিব। সম্মোহন বা Hypnotism বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝাইয়া থাকে, সংকল্প প্রকাশ দ্বারা তাহা সম্পাদন করা যায়। এই প্রকারের সম্মোহনের বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইল। ইহার সহিত অমানুষিকী-শক্তির কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। ইচ্ছা-শক্তি-বলেও সম্মোহন সাধিত হইতে পারে। উভয় প্রকার সম্মোহনের ফল একরূপ। কারণ, দুই প্রকারেই বশীকরণের ক্রিয়া প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকারের সম্মোহনের সংকল্প-প্রকাশ দ্বারা একটি মনের উপর অপর একটি মনের আধিপত্য স্থাপন মাত্র। দ্বিতীয় প্রকারের সম্মোহন সাধকের ইচ্ছা মাত্র সাধিত হয়। এই প্রকার ইচ্ছা-শক্তি লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরত্ব লাভের প্রয়োজন। প্রথম প্রকারের সম্মোহন—কেবলমাত্র সংকল্প প্রকাশ করিয়া কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা যায়। কোন একটি মন্ত্র উচ্চারণ, (উচ্চারণকারী এবং সম্মোহিত যদি মন্ত্রার্থ না অবগত থাকেন, তাহাতেও কিছু আসিয়া যাইবে না) হস্তসঞ্চালন, উজ্জ্বল বস্তুতে দৃষ্টিপাতন প্রভৃতি

প্রক্রিয়া দ্বারা সম্মোহিত করা যায়। বর্ত্তমান কালের হিপ্নটিষ্টগণ এই প্রকারের প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী হওয়ায়, ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এই প্রকারের সম্মোহনে কোন একটী বাহ্যেন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া, অন্তরিন্দ্রিয় মনকে বশীভূত করা হয়। সম্মোহনকারী, সম্মোহিতের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া, মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। এইরূপে এক ব্যক্তিকে বহুদিন ধরিয়া সম্মোহিত করিলে ভবিষ্যতে ইচ্ছামাত্র সেই ব্যক্তি সম্মোহিত হইতে পারেন—এই স্থলে সম্মোহনকারীর কোন বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সম্মোহিতের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য পাশ্চাত্য লেখকগণ, সম্মোহনকারীর কোন ক্ষমতা নাই, এবং সম্মোহিতের ক্ষমতা আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সার কথা এই যে, প্রাচীনকালে মহাত্মগণের যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল, এখন তাহা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তাঁহারা বাহ্য-প্রক্রিয়া দ্বারা যে ক্ষমতার ব্যবহার করিতেন, সেই গুলি লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যীশুখৃষ্ট রোগীর মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া তাহার রোগ আরোগ্য করিতেন বলিয়া, কয়েকজন আধ্যাত্মিক আয়ুর্ব্বেদের লেখক, এই প্রকার প্রণালীতে রোগ আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হইতে পারে, এই উপায়ে আকস্মিক-হেতু বশতঃ হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ হউক, যদি কতকগুলি রোগ আরোগ্য করা হয়, তাহা হইলে এই উপায়টী কি সার্ব্বজনীন

সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত ? হইতে পারে, ঐ সমস্ত উপায়গুলি দ্বারা রোগ কতক পরিমাণে আরোগ্য হইতে পারে ; কিন্তু সবিশেষ পরীক্ষা ব্যতীত এই সমস্ত মতামত সাধারণ্যে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যীশু খৃষ্ট যে প্রকার বাহ্য-প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করিতেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞ আধ্যাত্মিক বৈদ্যগণের কৃপায় সেই সমস্ত প্রক্রিয়াদি পুনরাবির্ভূত হওয়ায়, অন্য একজন সাধারণ মনুষ্য সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু যীশু খৃষ্টের হৃদয় এবং একটী সাধারণ মনুষ্যের হৃদয় অনেক বিভিন্ন। ধর্ম্মভাব আমাদের হৃদয়ের গঠন সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সহায়তা করে, তাহা প্রত্যেক নৈতিকবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ছাত্র সম্যক্ অবগত আছেন। এক ব্যক্তির জীবন ধর্ম্মের জন্য বিক্রীত, সেই ব্যক্তির হৃদয় এবং অপর একটী সাধারণ পার্থিব সুখ-দুঃখ-বিজড়িত মনুষ্যের হৃদয় কখনই এক হইতে পারে না। সেই ধর্ম্মজীবনপূর্ণ মহাত্মার পরোপকার এবং স্বার্থবিজড়িত তোমার আমার ন্যায় রক্তমাংসবিশিষ্ট লোকের কার্য্য, কখনই এক হইতে পারে না। যাহাদের পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের স্থূল-বুদ্ধিতে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, তাঁহারা হয় ত এই কথা বলিবেন যে, ধর্ম্ম-জীবন কোন কার্য্যের হেতু হইতে পারে না ; ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য কেবল মাত্র কার্য্যা-কার্য্যের তারতম্য ভেদ হইয়া থাকে। তদুত্তরে আমি বলি, যদি আমাদের হৃদয়—আমাদের ধর্ম্মজীবন—আমাদের কেবলমাত্র জড়-জগতের কার্য্য ব্যতীত অন্য আমাদের কোন কর্ম্মকে পরিচালিত না করিত, তাহা হইলে মানুষ বলিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত প্রভেদ

থাকিত না। আমরা কলের পুতুলের ন্যায় সমস্ত ব্যক্তি একভাবে সমস্ত জীবন পর্য্যবসিত করিতাম। দুই জন ব্যক্তি এক অবস্থায় এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু দুই জনের পরিণাম বিভিন্ন হইল কেন? কেহ কেহ ইহার উত্তরে বলেন যে বিভিন্ন পুরুষকার দ্বারা বিভিন্ন পরিণাম হয়। পুরুষকারের ব্যবহার সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র প্রয়োজন বটে কিন্তু তাহার ফলাফলের উপর আমাদের কোন অধিকার নাই; কারণ, সেই পুরুষকারের সহিত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল একত্র মিলিত হইয়া, বর্ত্তমান কর্ম্মের ফলাফল নির্ণীত হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার অদৃষ্টের উপর সমস্ত ফলাফল নির্ভর করিতেছে বলেন। (যাহা দৃষ্ট নহে তাহাকেই অদৃষ্ট বলা যায়।) সমস্ত ফলাফল পুরুষকারের উপর নির্ভর করিতেছে বলাও যে প্রকার ভুল এবং সমস্ত ফলাফল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতেছে বলাও সেই প্রকার ভুল। দৃষ্টাদৃষ্ট সংমিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান ফলাফলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ফলাফলের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান 'কেন' প্রশ্নের আজও পর্য্যন্ত কোন উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু হিন্দু-দার্শনিক, এই সুকঠিন প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল স্বীকার করিলে, সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-স্বীকার কেবলমাত্র অনুমান নহে; ইহা স্বীকার করিবার বিশেষ কতকগুলি কারণ আছে। সেই সমস্ত বিষয় এই স্থানে উল্লেখ করিয়া পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা করি

না। একজন যুবকের চরিত্রদোষ জন্মিল,—কেন জন্মিল জিজ্ঞাসা করিলে, কেমন করিয়া জন্মিল এ উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। কারণ, পাশ্চাত্যজগতে 'কেন' প্রশ্নের উত্তর নাই। কিন্তু হিন্দু-দার্শনিকগণ পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলকে হেতু নির্দ্ধারণ করিয়া, এই প্রশ্নের সুন্দর সন্তোষজনক উত্তর সমাধান করিয়া দিবেন। হিন্দুদর্শনে এমন কিছুই নাই, যাহা ছিল না; কিন্তু আমাদের শিক্ষার অভাব ও দেশে নানা প্রকার রাজতন্ত্র পরিবর্ত্তন হইবার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রচলন হওয়ায়, শাস্ত্রসমূহ আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণবশতঃ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়া, আমাদের শাস্ত্রসমূহ পাঠ করিতে হইতেছে। উদাহরণস্থলে, সম্মোহন-প্রণালী আমাদের শাস্ত্র হইতে মন্থন করিয়া শিক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব পাশ্চাত্য পুস্তকাবলীর সাহায্য ব্যতীত ইহা শিক্ষা করা সুকঠিন।

কিন্তু সম্মোহন-শাস্ত্রের পাশ্চাত্য-দেশে অবস্থা যেরূপ ছিল, পাশ্চাত্য-মনোবিজ্ঞান তাহার সম্যক্ উন্নতিসাধন করিয়াছে। সেই জন্য পাশ্চাত্য-মনোবিজ্ঞানের প্রভাবকে মূল ধরিয়া, এই পুস্তক বর্ণিত হইল। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই সম্বন্ধে যে প্রকার উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

ভৌতিক-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমাদের তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে সম্যক্ জ্ঞানলাভের অবসর হয় নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধে বিশেষ

মতামত প্রকাশ করিতে পারিব না। তবে সাধারণতঃ মেস্‌মেরিজাম্‌ করিয়া যে সমস্ত প্রশ্নোত্তর হইয়া থাকে, তাহাতে সকল সময়ে ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। আর এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে জুয়াচুরি হইবার যে প্রকার সম্ভাবনা থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এমন সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়াছে, যাহা দ্বারা ভূতের অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কলিকাতার সন্নিহিত একখানি গণ্ড গ্রামে আমার একটী আত্মীয়ের বাস। আমি তাঁহাদের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকি। তাঁহাদের উপর-তালার গৃহে কেহ কখন রাত্রি-বাস করিতে পারে না। এই বিষয় আমি বহু দিন হইতে অবগত ছিলাম। একদা আমি তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত আছি,—সেই সময়ে অপর একটী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাটীতে কুটুম্বিতা সূত্রে আগমন করিয়াছেন; সেই ব্রাহ্মণটী পূর্ব্বে কখন এখানে আসেন নাই এবং তাঁহাদের বাটীর উপরতালার সম্বন্ধে কোন প্রবাদ কিছুই শুনেন নাই। উপর-তালার গৃহে তাঁহাদের শালগ্রাম শিলা ও অন্যান্য কয়েকটী গৃহ-দেবতা ছিল। সন্ধ্যার সময় উক্ত নূতন ব্রাহ্মণটী উপরে ঠাকুরদিগের শীতল দিবার ও আরতি করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তিনি একেলা উপরে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণটী উপরে উঠিবার পাঁচ মিনিট পরে, উপর হইতে একপ্রকার ভীষণ রকমের গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। * * * স্ত্রীলোকগণ সেই শব্দ শুনিয়া বিশেষ ভীত হইয়া লোকজন ডাকিতে

গেল। আমি বাহির বাটীতে ছিলাম,—চাকর সঙ্গে লইয়া প্রদীপ হাতে করিয়া উপরে উঠিলাম। গিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ-ঠাকুর সিংহাসন নামাইয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছেন। আমি তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে তুলিয়া হস্ত-সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইল। তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন যে, সিংহাসন নামাইবামাত্র একটী বিকটাকার পুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল—তাহাই দেখিয়া তিনি ভীত হইয়া শালগ্রাম শিলার উপর মাথা রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় যে কতদূর সত্য, তাহা আমি কথায় বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান যাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই এরূপ যে কত বিষয় অহর্নিশি জীবগণের গোচরীভূত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

সমাপ্ত